

সুদৃষ্টি Sudristi



শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)

VEN. SADHANANANDA MAHATHERO (BANABHANTE)



কল্পতরু ধর্মীয় বই পিডিএফ প্রকল্প

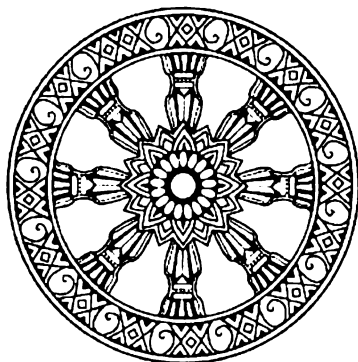
কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি মুক্তিকামী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

সুদৃষ্টি



শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)
(বিহারাধ্যক্ষ)
রাজবন বিহার, রাণামাটি ।

- প্রথম প্রকাশকাল : ২৫৩৬ বুদ্ধবর্ষের প্রবারণা পূর্ণিমা;
১৩৯৯ বাং; ১৯৯২ ইং।
-
-

- দ্বিতীয় প্রকাশ : ২৫৫০ বুদ্ধবর্ষের প্রবারণা পূর্ণিমা
২২শে আশ্বিন, ১৪১৩ বাংলা;
৭ই আগষ্ট ২০০৬ ইং।
-
-

- তৃতীয় প্রকাশকাল :
২৫৫৮ বুদ্ধবর্ষের প্রবারণা পূর্ণিমা
২২শে আশ্বিন, ১৪২১ বাংলা;
৭ই অক্টোবর ২০১৪ ইং।
-
-

- প্রকাশনায় : সমিরা দেওয়ান (রুচিরা মা)
-
-

- ডিজাইন ও মুদ্রণে : রাজবন অফসেট প্রেস।

রাজবন বিহার, রাঙামাটি।



০৩৫১-৬২১৫৮; ৬১০৩৩।

মোবাইল : ০১৮৬৫০৬১৪১১

০১৭৫০০২৯৪১৫

Email : rajbanoffsetpress@gmail.com

গ্রন্থসত্ত্ব : গ্রন্থাকার কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকের কিছু কথা ও উৎসর্গ

বাংলাদেশ তথা বিশ্ব বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কুলগৌরব আৰ্যপুরুষ, সর্বজনপূজ্য, ষড়্ভাভিজ্ঞা অর্হৎ, পরম পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের প্রথম সংকলিত ভিক্ষু-শ্রামণদের ধৃতাজ বিষয়ক “সুদৃষ্টি” নামক অত্যন্ত মূলবান গ্রন্থ। এ গ্রন্থটি ১৯৯২ সালে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমায় প্রথম প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ লোকানন্দ ভান্তের পরামর্শে হরিণা লুম্বিনী শাখা বনবিহারের দায়ক-দায়িকাদের উদ্যোগে শুভ প্রবারণা পূর্ণিমায় ২০০৬ সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশ করা হয়। পরম পূজ্য বনভন্তে একসময় শ্রদ্ধাশীলা দায়িকা কমনিকা চাকমা (গান্নোবি)কে সুদৃষ্টি নামক গ্রন্থটি ছাপানোর কথা বলেছিলেন এবং আমার ছোট বোন কমনিকা চাকমা (গান্নোবি) বইটি ছাপানোর বা পুনঃ প্রকাশের উদ্যোগের কথা আমাকে বলেছিল। তারপর আমি এ গ্রন্থটি প্রকাশ করতে পারলে সকল জানসাধারণের উপকার হবে বলে মনে করে গ্রন্থটি ছাপানোর উদ্যোগ গ্রহণ করি। এরই মাঝে এ গ্রন্থটি প্রকাশনার ব্যাপারে দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকাদের আর্থিক সহায়তায় ব্যয়ভার বহন করে, জনসমাজে বিনামূল্যে বিতরণ করে ধর্মদানজনিত বিপুল পুণ্যের অধিকারী হতে পারব ভেবে অত্যন্ত খুশি ও অতিশয় আনন্দের সাথে “সুদৃষ্টি” নামক গ্রন্থটি ৭ অক্টোবর ২০১৪ইং শুভ প্রবারণা পূর্ণিমায় তৃতীয় প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করি।

গ্রন্থটি প্রকাশের আলোকে আমার এবং সকল বৌদ্ধ

জনসমাজে ধুতাস্ত সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন হোক, সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান পেয়ে নির্বাণ লাভের হেতু উৎপন্ন হোক— ভগবান বুদ্ধের কাছে, সর্বজনপূজ্য বনভন্তের কাছে এই প্রার্থনা করছি।

ক্রান্তিকালের মোহনায় সুস্নিদ্ধ, সুশীতল, শান্তির বাণী সকলের তরে বর্ষিত করেছিলেন লোকোত্তর মহামানব শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)। তৃতীয়বারের প্রকাশিত গ্রন্থটি লোকোত্তর আর্যপুরুষ, বুদ্ধশাসনের তেজোদ্দীপ্ত দিনমণি, সর্বজনপূজ্য শ্রাবকবুদ্ধ, বর্তমানকালের অদ্বিতীয় মহামানব, পরম কল্যাণমিত্র, পূজনীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয়ের শ্রীকরকমলে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ পূজা ও উৎসর্গ করছি। এই পূজা ও উৎসর্গজনিত পুণ্যসম্পদ সকল প্রাণীর হিত, সুখ, মঙ্গল ও কল্যাণার্থে বিতরণ করছি। তদনুমোদনে সমস্ত জীবজগত সুস্নিদ্ধ, সুশীতল, অপার শান্তির সলিলে অবগাহন করে পরিতৃপ্ত হউক।

এই ধর্মদানজনিত পুণ্যপ্রভাবে আমাদের সর্ব আসব, সর্ব তৃষ্ণা ক্ষয়ে দুঃখমুক্তি পরম শান্তি নির্বাণ লাভের হেতু হউক, ইহাই আন্তরিক কামনা ও প্রার্থনা।

“জগতের সকল প্রাণী সুখি হউক”

ইতি

প্রকাশক

সমিরা দেওয়ান (রুচিরা মা)

উপাসক-উপাসিকা ও দায়ক-দায়িকাবৃন্দ

ভূমিকা

রাজ্যমাটি রাজবন বিহার বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা সমগ্র বাংলাদেশের বৌদ্ধদের একটি পবিত্র ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। এখানে সাধকপ্রবর কল্যাণমিত্র পূজনীয় শ্রীমৎ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে) মহোদয় সশিষ্যে অবস্থান করেন। প্রতিনিয়ত বহু পুণ্যার্থী এখানে আগমন করে থাকেন। বুদ্ধের অমৃতময় বাণী চারি আর্যসত্য ও সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের বিষয়ে তিনি প্রতিনিয়ত অনর্গলভাবে সহজ, সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় দেশনা করে থাকেন। গৃহীদের নিয়ম-নীতি, আদর্শ ও সন্ন্যাস যাপনের বিনয়াদর্শের ধূতাজব্রত পালনের সম্যক জ্ঞানদান উদ্দেশ্যে পূজ্য ভন্তে বইটি লেখার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন।

প্রকাশ থাকে যে, এমনি একটি বই লেখার জন্যে জুরাছড়ি (সুবলং) এলাকাবাসীর পক্ষে ধলকুমার চাকমা, মুনীন্দ্রলাল চাকমা, মিসেস রাজুলতা চাকমা, মিসেস উৎপলবর্ণা চাকমা, বিনিময় খীসা, সূর্যকুমার চাকমা, মিসেস কমনিকা চাকমা ও বিজয়লেন চাকমা প্রমুখ পূজ্য ভন্তের নিকট প্রার্থনা জানালে তিনি প্রার্থনা অনুমোদন এবং বইটি লেখার জন্য সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে বইটি ছাপার উদ্দেশ্যে তাদেরই উদ্যোগে এককালীন আর্থিক শ্রদ্ধাদান জমা প্রদানের মধ্যদিয়েই পরবর্তীতে কম-বেশী অনেকেই শ্রদ্ধাদান দিয়ে এতে পুণ্যাংশ গ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন। যেহেতু সর্বসাধারণের শ্রদ্ধাদানে বইটি ছাপার খরচ মেটানো হয়েছে, অতএব বইটি বিনামূল্যে বিতরণের দাবী রাখে। কিন্তু পরিচালনা কমিটির

প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ পূজ্য বনভন্তে এবং অপরাপর শিষ্যসঙ্ঘের ধর্মীয় বিষয় ভিত্তিক লিখিত বই সময়ান্তরে, প্রচার ও প্রকাশনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাই এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পূজ্য বনভন্তের অনুমোদনক্রমে বইটির একটি নির্দিষ্ট শুভেচ্ছামূল্য ধরা হয়েছে উক্ত বিক্রয়লব্ধ অর্থই প্রচার ও প্রকাশনা কাজের জন্যে মূল তহবিল হিসেবে ব্যবহার করা হবে। ভবিষ্যতে “ত্রিপিটক প্রকাশনা বোর্ড” নামে একটি প্রকাশনা বোর্ড গঠন করার পরিকল্পনা রয়েছে। এ মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্ত কাম্য।

প্রবারণা পূর্ণিমা
১৯৯২ ইংরেজি

সম্পাদক
প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ
রাজবন বিহার পরিচালনা কমিটি
রাংগামাটি পার্বত্য জেলা।

সূচীপত্র

বিষয়.....	পৃষ্ঠা
অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা.....	১৬
ধূতাস্ত্র নির্দেশ	১৯
১. পাণ্ডুকলিকাস্ত্র.....	২৬
আনিসংশ কথা (সুফল বর্ণনা)	২৯
২. 'ত্রেচীবরিকাস্ত্র'	৩০
আনিসংশ কথা.....	৩১
৩. পিণ্ডপাতিকাস্ত্র	৩২
আনিসংশ কথা.....	৩৩
৪. সাপদানচারিকাস্ত্র.....	৩৪
আনিসংশ কথা.....	৩৬
৫. একাসনিকাস্ত্র.....	৩৭
আনিসংশ কথা.....	৩৮
৬. পাত্রপিণ্ডিকাস্ত্র.....	৩৮
আনিসংশ কথা.....	৩৯
৭. খলুপশ্চাৎভক্তিকাস্ত্র	৪০
আনিসংশ কথা.....	৪০
৮. আরণ্যিকাস্ত্র	৪১
আনিসংশ কথা.....	৪৪
৯. বৃক্ষমূলিকাস্ত্র	৪৫
আনিসংশ কথা.....	৪৫
১০. অভ্যাবকাশিকাস্ত্র	৪৭
আনিসংশ কথা.....	৪৮

বিষয়.....	পৃষ্ঠা
১১. শ্মশানিকাজ	৪৯
আনিসংশ কথা.....	৫০
১২. যথাসংস্কৃতিকাজ	৫১
আনিসংশ কথা.....	৫২
১৩. নৈষদ্যেকাজ	৫৩
আনিসংশ কথা.....	৫৩
ধুতাদির কুশলত্রিক বশে ব্যাখ্যা.....	৫৪
ধুতাদির বিভাগত	৫৫
পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিক পুদ্গল	৫৮
পঞ্চবিধ খলুচাৎভক্তিক পুদ্গল	৫৯
দশ প্রকার লোক ধুতাজ পালনের যোগ্য	৬০
ধুতাজ পালনের সুখ ও পুণ্য	৬১

সুদৃষ্টি

আর্য অর্থ শ্রেষ্ঠ, পবিত্র, অতি উত্তম বুঝায়। কোন প্রাণীর প্রতি হিংসা পোষণ না করিয়া সর্ব জীবের প্রতি অহিংসাবাব ও দয়াপরায়ণ হওয়া, সকলের প্রতি সাম্যভাব প্রদর্শন করাই আর্যদের স্বাভাবিক নিয়ম। নিজের চিত্তকে সর্ব তৃষ্ণা হতে মুক্ত রাখা, কোন তৃষ্ণার বিষয়ে জড়িত না হওয়া, উত্তমভাবে আচরণ (চলাফেরা) করা ও অন্যায়ভাবে আচরণ (সাধারণ, হীন চালচলন) না করা আর্যজীবনের মূল বৈশিষ্ট্য। ইহাতে নিজের স্বাভাবিক চরিত্রতার বিশেষ গুণে আর্যগণ ইহকাল ও পরকাল সুখী হইয়া থাকেন।

মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করিয়া সম্যকদৃষ্টি^১ ভাব উৎপন্ন করিতে

^১ ‘সম্যকদৃষ্টি’ অর্থে যাহা শোভন ও প্রশস্ত দৃষ্টি। সম্যকদৃষ্টি দ্বিবিধ: লৌকিক ও লোকোত্তর। লৌকিক সম্যক দৃষ্টি এক প্রকার জ্ঞান যাহা সত্যানুযায়ী এবং যৎদ্বারা কেহ জানিতে পারে ‘কর্মই স্বকীয় বা আপন’। আর্যমার্গ ফল সংযুক্ত প্রজ্ঞায় লোকোত্তর সম্যকদৃষ্টি। পৃথকজনের পক্ষে কর্মফলে বিশ্বাসই সম্যকদৃষ্টি। বুদ্ধ শাসনের বাহিরে যাহারা সম্যকদর্শী তাহারা কর্মবাদী হলেও আত্মবাদী। আমাদের মতে, সম্যকদৃষ্টি সমগ্রদৃষ্টি এবং মিথ্যাদৃষ্টি একান্ত দৃষ্টি (উদান উচ্চক বগ্গ দ্রঃ) শুধু দুঃখ কি তা জানিলাম অপর তিন সত্য জানিলাম না, ইহা মিথ্যাদৃষ্টি। দুঃখ কি জানিলাম, দুঃখ সমুদয় কি জানিলাম কিন্তু অপর দুই সত্য জানিলাম না, ইহাও মিথ্যাদৃষ্টি। সত্যের চতুরঙ্গ সমগ্র ও যথার্থভাবে না জানিলে সম্যকদৃষ্টি হয় না। সূত্রের সর্বত্র তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

পারিলে মানুষ সম্যকদৃষ্টি দ্বারা এইটি ‘নাম’ এইটি ‘রূপ’ বিভাগ করিয়া চিনিতে পারে। এই নাম-রূপ বিভাগ জ্ঞানের দ্বারা সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া মুক্তিপথের পথিক হওয়া যায়। যাহারা মুক্তির পথযাত্রী, যাহারা মুক্ত পুরুষ তাহারাই আৰ্য। সেই আৰ্যদের অধিগত জীবন চলার সম্বলকে মানুষে ‘সম্যকদৃষ্টি’ বলে। আৰ্যগণের উপলব্ধি, আচরিত, সহজ-সরল, সুখদায়ক সেই নীতি ধর্মই সম্যকদৃষ্টি নামে কথিত হয়।

কিসে আৰ্যশ্রাবক (বুদ্ধের উন্নত শিষ্য) সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, কিসে তাহার দৃষ্টি সরল হয়, কিসে বা তিনি ধর্মে অচলচিহ্ন প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে আগত (প্রবিষ্ট) হন?

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক অকুশল কি, অকুশল ‘মূল’^১ কি উভয়ই প্রকৃষ্টরূপে জানেন, কুশল কি, কুশল মূল কি তাহাও জানেন, ইহাতে তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহার দৃষ্টি সরল^২ হয় এবং ধর্মে অচল চিহ্নপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

প্রথম অকুশল কি? প্রাণীহত্যা অকুশল, অদত্ত গ্রহণ (চুরি) অকুশল, কামে ব্যভিচার অকুশল, মিথ্যাকথা অকুশল, পিণ্ডনবাক্য অকুশল, পৌরুষবাক্য অকুশল, সম্প্রলাপ (বৃথাবাক্য) অকুশল, অভিধ্যা (লোভ প্রবৃত্তি) অকুশল, ব্যাপাদ

^১ ‘মূল’ অর্থে মূলপক্ষয় ভুতং, যাহা মূর্খ কারণ।

^২ ‘দৃষ্টি ঋজু হয়’। সর্মক দৃষ্টি অর্থে যে দৃষ্টি ঋজু বা সরল। ঋজু কি? যাহা দ্বি অন্ত বর্জন করে, যাহা মধ্য। যাহা কামসুখ ও আত্মপীড়ন- এই দুই অন্ত বর্জন করিয়া মধ্য পথ অবলম্বন করে ঋজু সাধারণ অর্থ ‘সরল,,সোজা’ যাহা বক্রতা পরিহার করে।

(হিংসা প্রবৃত্তি) অকুশল, মিথ্যাদৃষ্টি (একান্দর্শন)^১ অকুশল।
দ্বিতীয় অকুশল-মূল কি? লোভ অকুশল-মূল, হিংসা অকুশল-
মূল, অজ্ঞানতা অকুশল-মূল।

কুশল কি? প্রাণীহত্যা হতে বিরতি কুশল, অদত্ত গ্রহণ হইতে
বিরতি কুশল, ব্যভিচার হইতে বিরতি কুশল, মিথ্যাকথা হইতে
বিরতি কুশল, পিশুনবাক্য, পরুষ (কর্কশ) বাক্য ও সম্প্রলাপ
হইতে বিরতি কুশল, অনভিধ্যা কুশল, অব্যাপাদ কুশল,
সম্যকদৃষ্টি কুশল।

কুশল-মূল কি? অলোভ কুশল-মূল, অদ্বेष কুশল-মূল,
অমোহ কুশল-মূল। যেহেতু আর্যশ্রাবক এইরূপে অকুশল কি,
অকুশল-মূল কি তা জানেন, কুশল কি, কুশল-মূল কি তাহাও
জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় (অন্তর্নিহিত রাগ প্রবৃত্তি)^২
পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় (আঘাত প্রবৃত্তি) অপনোদন
করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া অবিদ্যা পরিত্যাগ
করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্ট-ধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে)
দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন
হন, তাহার দৃষ্টি সরল হয় ও ধর্মের অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন
হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

^১ এস্থলে 'মিথ্যাদৃষ্টি' অর্থে বিপরীত দর্শন। কর্মফলে অবিশ্বাস রূপ
নাস্তিক্যই মিথ্যাদৃষ্টি।

^২ 'অনুশয়' অর্থে যাহা স্বপ্রকৃতিতে লীন, প্রচ্ছন্ন বা গুপ্ত। অকুশল
কর্মে অনুশয়ের প্রযুক্তান বা প্রকাশ। অনুশয় পাপের মূল, অতএব,
অনুশয় সমুচ্ছিন্ন না করা পর্যন্ত নিচ্ছিন্ন হইবার উপায় নাই।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক আহার^১ কি তা জানেন, আহার সমুদয় কি তাহা জানেন, আহার নিরোধ কি তাহা জানেন, আহার নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহার দৃষ্ট সরল হয় ও ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

আহার কি? আহার সমুদয় কি? আহার নিরোধ কি? আহার নিরোধের পথই বা কি? জীবভূত সত্ত্বগণের স্থিতির জন্য, ভাবী জীবগণের অনুকুলতার জন্য চারি প্রকার আহার আছে। কি কি? প্রথম কবলীকরণীয় (গলাধঃকরণীয়) আহার স্থূল বা সূক্ষ্ম; দ্বিতীয় স্পর্শ আহার; তৃতীয় মন সংশ্লেষতনা আহার; চতুর্থ, বিজ্ঞান আহার। তৃষ্ণা-সমুদয় (তৃষ্ণার উৎপত্তি) হইতে আহার-সমুদয়, তৃষ্ণা নিরোধে আহার নিরোধ হয় এবং আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই আহার নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আৰ্যশ্রাবক আহার কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আহার সমুদয়, আহার নিরোধ, আহার নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন তিনি সর্বাংশে

^১ আহারের উপর জীবের স্থিতি নির্ভর করে। সৰ্ব্ব সত্তা আহারটীতিকা। নামরূপেই জীবের পরিচয়। রূপ অংশে জীবের আহার্য বস্তু কবলীকৃত হয়। নাম অংশে জীবের ত্রিবিধ আহার। যথা:— স্পর্শ, যাহা পঞ্চেন্দ্রিয় পরিভোগ্য, চেতনা, যাহা মনের উপভোগ্য, এবং যাহা চিত্তের উপভোগ্য। বৌদ্ধ চতুর্বিধ আহারের কল্পনার পশ্চাতে তৈত্তিরীয় উপনিষদের অনুময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় আত্মার পরিকল্পনা।

রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তাহার দৃষ্টি সরল হয় ও ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

প্রথম, দুঃখ কি? জন্ম-দুঃখ, জরা-দুঃখ, ব্যাধি-দুঃখ, মরণ-দুঃখ, শোক ও পরিদেবন দুঃখ, দৌর্মনস্য ও হতাশা দুঃখ, অপ্ৰিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, যাহা পাইতে ইচ্ছা করে তাহা লাভ করে না, সে অভাবই দুঃখ; সংক্ষেপে বলিতে গেলে পঞ্চউপাদান স্কন্ধই দুঃখ, ইহাই দুঃখ বলিয়া কথিত।

দ্বিতীয়, দুঃখসমুদয় কি? যে তৃষ্ণা পুনর্ভবিকা (পুনর্জন্মসাধিকা) নন্দিরাগ সহগতা, তত্র তত্র অভিনন্दिनी (জন্ম-জন্মান্তর অভিলাষিনী), তাহাই দুঃখ সমুদয়, দুঃখ উৎপত্তির কারণ।

ত্রিবিধ তৃষ্ণা, যথা:— কামতৃষ্ণা, ভবতৃষ্ণা ও বিভবতৃষ্ণা (উচ্ছেদতৃষ্ণা)। ইহাই দুঃখ সমুদয়।

তৃতীয়, দুঃখনিরোধ কি? সেই তৃষ্ণারই অশেষ বিরাগ-নিরোধ, ত্যাগ, বিসর্জন, তাহা হইতে মুক্তি ও তৎপ্রতি অনাসক্তি, ইহাই দুঃখনিরোধ।

চতুর্থ, দুঃখনিরোধের পথ কি? আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই দুঃখ-নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসকল্ল, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি যেহেতু আর্যশ্রাবক দুঃখ কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, দুঃখসমুদয় কি, দুঃখনিরোধ কি, দুঃখনিরোধগামী প্রতিপদা কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় পরিত্যাগ

করিয়া প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া অবিদ্যা পরিত্যাগ ও বিদ্যা উৎপাদন করিয়া দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনের) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আর্য়শ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মের অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মের প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আর্য়শ্রাবক জরামরণ কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, জরামরণ সমুদয় কি তাহা জানেন, জরামরণ নিরোধ কি জানেন, জরামরণ নিরোধের পথ কি জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাহার দৃষ্টি সরল হয় এবং ধর্মের অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। জরামরণ কি? জরামরণ সমুদয় কি? জরামরণ নিরোধ কি? জরামরণ নিরোধের পথই বা কি? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীব যোনিতে) জীর্ণতা, খণ্ডিতা, ফলিত কেশতা, ত্বক কুক্ষিততা আয়ুহানি, ইন্দ্রিয় দ্রাণের পরিপক্ষতা, তাহাই জরা নামে কথিত হয়।

দ্বিতীয়, মরণ কি? যাহা সেই সেই সত্ত্বের বা জীবের সেই সেই সত্ত্বনিকায়ে (জীব যোনিতে) চ্যুতি, চবনতা (পতনশীলতা) ভেদ, অন্তর্ধান, মৃত্যু, মরণ, কালক্রিয়া, (কাল কবলে পতন), স্কন্ধসমূহের ভেদ, কলেবর নিষ্ক্ষেপ (দেহত্যাগ) জীবিতেন্দ্রিয়ের উপচ্ছেদ (জীবন ক্রিয়ালোপ), তাহাই মরণ বলিয়া কথিত হয়। ইহা জরা, ইহা মরণ, তদুভয় একত্রে জরামরণ।

তৃতীয়, জরামরণ সমুদয়, জরামরণ নিরোধ এবং জরামরণ নিরোধের পথ কি? জন্ম হইতে জরামরণ সমুদয়, জন্ম নিরোধেই জরামরণ নিরোধ হয় এবং আর্য় অষ্টাঙ্গিক মার্গই জরামরণ নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প,

সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্য়শ্রাবক জরামরণ কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, জরামরণ সমুদয়, জরামরণ নিরোধ, জরামরণ ও জরামরণ নিরোধের পথ কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মনানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্ম (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আর্য়শ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আর্য়শ্রাবক ভব কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ভব সমুদয় কি, ভব নিরোধ কি তাহা জানেন, ভব নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া তিনি সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ভব কি? ভব সমুদয় কি? ভব নিরোধ কি? ভব নিরোধের পথই বা কি? ভব ত্রিবিধ যথা:- কামভব, রূপভব ও অরূপভব। উপাদান হইতে ভব সমুদয়, উপাদান নিরোধে ভব নিরোধ হয় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গই ভব নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:- সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। যেহেতু আর্য়শ্রাবক ভব কি, ভব সমুদয় কি জানেন, ভব নিরোধ কি ও ভব নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ

জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক উপাদান কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, উপাদান সমুদয় কি তাহা জানেন, উপাদান নিরোধ কি এবং উপাদান নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন, ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

উপাদান কি? উপাদান সমুদয় কি? উপাদান নিরোধ কি? উপাদান নিরোধের পথই বা কি? উপাদান চারি প্রকার। যথা:— কাম-উপাদান, দৃষ্টি-উপাদান, শীলব্রত-উপাদান ও আত্মবাদ-উপাদান। তৃষ্ণা সমুদয় হইতে উপাদান সমুদয়, তৃষ্ণা নিরোধে উপাদান নিরোধ হয় এবং আৰ্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গই উপাদান নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক তৃষ্ণা কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তৃষ্ণা সমুদয় কি, তৃষ্ণা নিরোধ কি, তৃষ্ণা নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। তৃষ্ণা কি, তৃষ্ণা-সমুদয় কি, তৃষ্ণা নিরোধ কি, তৃষ্ণা নিরোধের পথই বা কি? তৃষ্ণা ছয় প্রকার। যথা:— রূপতৃষ্ণা, শব্দতৃষ্ণা, গন্ধতৃষ্ণা, রসতৃষ্ণা, স্পর্শতৃষ্ণা, ধর্মতৃষ্ণা। বেদনা হইতে তৃষ্ণা সমুদয়, বেদনা নিরোধে তৃষ্ণা নিরোধ হয় এবং আৰ্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গই তৃষ্ণা নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:—

সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-
আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি, সম্যকসমাধি। যেহেতু
এইরূপে আর্য়শ্রাবক তৃষ্ণা কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তৃষ্ণা সমুদয়
কি, তৃষ্ণা নিরোধ কি এবং তৃষ্ণা নিরোধের পথ কি তাহাও
প্রকৃষ্টরূপে, জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া,
প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা, ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন
করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া,
দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে
আর্য়শ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং
তিনি ধর্মে অচল চিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আর্য়শ্রাবক বেদনা কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা
সমুদয় কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বেদনা নিরোধ কি, বেদনা
নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন ইহাতেই
আর্য়শ্রাবক সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয়, এবং
তিনি ধর্মে অচলচিত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।
বেদনা কি, বেদনা সমুদয় কি, বেদনা নিরোধ কি, বেদনা
নিরোধের পথই বা কি? বেদনা ছয় প্রকার যথা :- চক্ষু
সংস্পর্শজ বেদনা, শ্রোত্র সংস্পর্শজ বেদনা, ঘ্রাণ সংস্পর্শজ
বেদনা, জিহ্বা সংস্পর্শজ বেদনা, কায় সংস্পর্শজ বেদনা, মন
সংস্পর্শজ বেদনা। স্পর্শ হইতে বেদনা সমুদয়, স্পর্শ নিরোধে
বেদনা নিরোধ হয় এবং অষ্টাঙ্গিক মার্গই বেদনা নিরোধের পথ।
অষ্টাঙ্গ। যথা:- সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য,
সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি,
সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে তিনি বেদনা কি প্রকৃষ্টরূপে
জানেন, বেদনা সমুদয় কি, বেদনা নিরোধ কি, বেদনা নিরোধের

পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন। তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক স্পর্শ কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, স্পর্শ সমুদয় কি, স্পর্শ নিরোধ কি, স্পর্শ নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। স্পর্শ কি, স্পর্শ সমুদয় কি, স্পর্শ নিরোধ কি, স্পর্শ নিরোধের পথই বা কি? স্পর্শ ছয় প্রকার, যথা:— চক্ষু-স্পর্শ, শোত্র-স্পর্শ, ঘ্রাণ-স্পর্শ, জিহ্বা-স্পর্শ, কায়-স্পর্শ, মন-স্পর্শ।

ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ সমুদয়, ষড়ায়তন নিরোধে স্পর্শ নিরোধ হয় এবং আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই স্পর্শ নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। যেহেতু আৰ্যশ্রাবক স্পর্শ কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, স্পর্শ সমুদয় কি, স্পর্শ নিরোধ কি, স্পর্শ নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মনানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন

করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিহ্ন প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক ষড়ায়তন কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ষড়ায়তন সমুদয় কি, ষড়ায়তন নিরোধ কি, ষড়ায়তন নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিহ্ন প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। ষড়ায়তন কি, ষড়ায়তন সমুদয় কি, ষড়ায়তন নিরোধ কি, ষড়ায়তন নিরোধের পথই বা কি? আয়তন ছয় প্রকার, যথা:— চক্ষু আয়তন, শ্রোত্র আয়তন, ঘ্রাণ আয়তন, জিহ্বা আয়তন, কায় আয়তন, মন আয়তন। নাম-রূপ সমুদয় হইতে ষড়ায়তন সমুদয়, নাম-রূপ নিরোধে ষড়ায়তন নিরোধ হয় এবং আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই ষড়ায়তন নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আৰ্যশ্রাবক ষড়ায়তন কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ষড়ায়তন সমুদয় কি, ষড়ায়তন নিরোধ কি, ষড়ায়তন নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল এবং তিনি ধর্মে অচলচিহ্ন প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক নাম-রূপ কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, নাম-রূপ

সমুদয় কি নাম-রূপ নিরোধ কি, নাম-রূপ নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই তিনি সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্তাপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। নাম-রূপ কি, নাম-রূপ সমুদয় কি, নাম-রূপ নিরোধ কি, নাম-রূপ নিরোধের পথই বা কি? বেদনা, সংজ্ঞা, চেতনা, মনস্কার, স্পর্শ, -ইহারা নাম, এবং চারি মহাভূতের উপাদান রূপ, বিজ্ঞান সমুদয় হইতে নাম-রূপ সমুদয়, বিজ্ঞান নিরোধে নাম-রূপ নিরোধ হয় এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই নাম-রূপ নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক নাম-রূপ কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, নাম-রূপ সমুদয় কি, নাম-রূপ নিরোধ কি, নাম-রূপ নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে চিন্তাপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান সমুদয় কি, বিজ্ঞান নিরোধ কি, বিজ্ঞান নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্তা প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। বিজ্ঞান কি, বিজ্ঞান সমুদয় কি, বিজ্ঞান নিরোধ কি, বিজ্ঞান নিরোধের পথই বা কি? বিজ্ঞান ছয়

প্রকার। যথা:- চক্ষু-বিজ্ঞান, শ্রোত্র-বিজ্ঞান, ঘ্রাণ-বিজ্ঞান, জিহ্বা-বিজ্ঞান, কায়-বিজ্ঞান এবং মনো বিজ্ঞান। সংস্কার সমুদয় হইতে বিজ্ঞান সমুদয়, সংস্কার নিরোধে বিজ্ঞান নিরোধ হয় এবং আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই বিজ্ঞান নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:- সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসম্মাধি। যেহেতু এইরূপে আর্যশ্রাবক বিজ্ঞান কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, বিজ্ঞান-সমুদয় কি, বিজ্ঞান-নিরোধ কি, বিজ্ঞান নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতে আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্তাপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আর্যশ্রাবক সংস্কার কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার সমুদয় কি, সংস্কার নিরোধ কি, সংস্কার নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আর্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্তা প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। সংস্কার কি, সংস্কার সমুদয় কি, সংস্কার নিরোধ কি, সংস্কার নিরোধের পথই বা কি? সংস্কার তিন প্রকার যথা:- কায়সংস্কার, বাকসংস্কার ও চিন্তাসংস্কার। অবিদ্যা সমুদয় হইতে সংস্কার সমুদয়, অবিদ্যা নিরোধে সংস্কার নিরোধ হয় এবং আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গই সংস্কার নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:- সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও

সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আৰ্যশ্রাবক সংস্কার কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, সংস্কার সমুদয় কি, সংস্কার নিরোধ কি, সংস্কার নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, তিনি সৰ্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া, অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয়, এবং তিনি ধর্মে অচলচিত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক অবিদ্যা কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা-সমুদয় কি, অবিদ্যা নিরোধ কি, অবিদ্যা নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন, ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয়, তিনি ধর্মে অচলচিত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। অবিদ্যা কি, অবিদ্যা সমুদয় কি, অবিদ্যা নিরোধ কি, অবিদ্যা নিরোধের পথই বা কি? দুঃখে অজ্ঞান, দুঃখ সমুদয়ে অজ্ঞান, দুঃখ নিরোধে অজ্ঞান দুঃখ নিরোধের পথে অজ্ঞান ; ইহাই অবিদ্যা বলিয়া কথিত হয়। আসব হইতেই অবিদ্যা সমুদয়, আসব নিরোধে অবিদ্যা নিরোধ এবং আৰ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গই অবিদ্যা নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ, যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। যেহেতু আৰ্যশ্রাবক এইরূপে অবিদ্যা কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা সমুদয় কি, অবিদ্যা নিরোধ কি, প্রকৃষ্টরূপে জানেন, অবিদ্যা নিরোধের পথ কি তাহাও জানেন, তিনি সৰ্বাংশে রাগানুশয় পরিত্যাগ করিয়া, প্রতিঘানুশয় অপনোদন করিয়া,

অস্মিতা ও মানানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্ত্ত প্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন।

যেহেতু আৰ্যশ্রাবক আসব কি প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব সমুদয় কি, আসব নিরোধ কি, আসব নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্ত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। আসব কি? ত্রিবিধ আসব, যথা:— কামাসব, ভবাসব, অবিদ্যাসব। অবিদ্যা সমুদয় হইতে আসব সমুদয়, অবিদ্যা নিরোধে আসব নিরোধ এবং আৰ্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গই আসব নিরোধের পথ। অষ্টাঙ্গ যথা:— সম্যকদৃষ্টি, সম্যকসংকল্প, সম্যকবাক্য, সম্যককর্ম, সম্যক-আজীব, সম্যকব্যায়াম, সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। যেহেতু এইরূপে আৰ্যশ্রাবক আসব কি তাহা প্রকৃষ্টরূপে জানেন, আসব নিরোধের পথ কি তাহাও প্রকৃষ্টরূপে জানেন তিনি সর্বাংশে রাগানুশয় সমুচ্ছিন্ন করিয়া, অবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া, বিদ্যা উৎপাদন করিয়া, দৃষ্টধর্মে (প্রত্যক্ষ জীবনে) দুঃখের অন্তসাধন করেন। ইহাতেই আৰ্যশ্রাবক সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন হন, তাঁহার দৃষ্টি সরল হয় এবং তিনি ধর্মে অচলচিন্ত্তপ্রসাদ সম্পন্ন হইয়া সদ্ধর্মে প্রবিষ্ট হন। অতএব, বিজ্ঞ ব্যক্তির সারল, অশঠ ও অমায়াবী যাঁহারা, অচিরেই তাঁহারা ধর্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মারের বন্ধন ছিন্ন করিতে পারিবেন।

অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা

ক্ষয়-লয় হইতেছে বলিয়া অনিত্য, অহরহ নিষ্পেষিত হইতেছে বলিয়া দুঃখ, অনিচ্ছা বটে সংগঠিত হইতেছে বলিয়া, কাহাকেও পরিচালনা করিতে পারে না বলিয়া অর্থাৎ আপনার নহে বলিয়া অনাত্মা।

শ্রদ্ধা, স্মৃতি, একাত্মতা ও প্রজ্ঞা স্বভাবে নিমগ্ন থাকা। অবিদ্যা, তৃষ্ণা, উপাদান তিনটার হেতুতে অরহত্ব হয় না।

“ভগবান বুদ্ধ কি মতবাদী বলেন, দেবলোকে মারভুবনে, ব্রহ্মলোকে, শ্রামণ-ব্রাহ্মণ মণ্ডলে দেব-মনুষ্য কোন লোকেই বাদ-বিসম্বাদ করিয়া অবস্থান করেন না? কিরূপেই বা কাম হইতে বিসংযুক্ত হইয়া অবস্থান করিলে অকথংকথী (অসন্দিগ্ধ), কুকৃত্য হইতে বিচ্ছিন্ন ও ভবাভাবে বীততৃষ্ণ সেই ভগবান ব্রাহ্মণের মধ্যে ক্লেশসংজ্ঞা (ক্লেশ চেতনা, পাপ চেতনা)। অনুশয় উৎপাদন করেন না?” যে কারণে ভিক্ষুগণ ব্যক্তি বিশেষে প্রপঞ্চসংজ্ঞা নির্দেশ করেন তাহাতে ‘আমার’ বলিয়া আনন্দিত হইবার কিছু না থাকিলে ‘আমি’ বলিয়া প্রকাশ করিবার কিছু না থাকিলে, আমিত্ব গ্রহণের কিছু না থাকিলে, তাহাই রাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, প্রতিঘানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দৃষ্টি অনুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, বিচিকিৎসানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, মানানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, ভবরাগানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, অবিদ্যানুশয়ের অন্তসাধনের উপায় হয়, দণ্ডোত্তোলন, শস্ত্রোত্তোলন, কলহ, বিগ্রহ, বিবাদ বিসম্বাদ, ‘তুই তুই’ বাক্য বিনিময়, পিণ্ডন এবং মিথ্যাবাদের অন্তসাধনের উপায় হয়, এস্থলে এই সকল পাপ ও

অকুশলধর্ম নিরবশেষে নিরুদ্ধ হয় ।

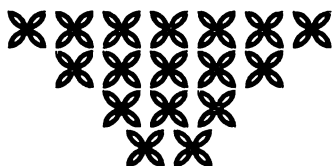
হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের নিজস্ব নহে-কি? রূপ তোমাদের নিজস্ব নহে, বেদনা তোমাদের নহে, সংজ্ঞা তোমাদের নহে, সংস্কার তোমাদের নহে, বিজ্ঞান তোমাদের নহে, যাহা তোমাদের নিজস্ব নহে তাহা পরিত্যাগ কর, প্রহীন হইলে তাহা তোমাদের পক্ষে দীর্ঘকাল সুখ ও হিতের কারণ হইবে ।

বৌদ্ধধর্মে কর্মকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে । কোন লোকের মস্তকে আগুন ধরিলে (লাগিলে) প্রথম কি করা কর্তব্য? অগ্নি নির্বাপনের চেষ্টা করা কর্তব্য না কি কয়টার সময় আগুন ধরিয়াছে? কিভাবে আগুন লাগিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর মীমাংসা করা কর্তব্য? না আগুন নির্বাপন না করিয়া ঐ প্রশ্ন মীমাংসা করিতে গেলে লোকটি মারা যাইতে পারে । ঠিক সেই একই কারণ লক্ষ্য করিয়া ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন প্রথম তোমরা দুষ্কৃতিকর্ম করিও না, তাহাতে দোষ কি? দুষ্কৃতিকর্ম সম্পাদন করিলে দুর্লভ মানব জন্ম নষ্ট করিয়া চারি অপায়ে পতিত করে । অন্য ধর্মাবলম্বীগণ এই সমস্তই ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি হইতেছে বলিয়া মনে করে । কিন্তু তাহারা বিবেক-বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করিয়া দেখে না যে, কর্মের দ্বারাই সবকিছু সংঘটিত হইতেছে । নিজেই মুক্তির উপায় সন্ধান না করিলে ঈশ্বর বা অন্য কেহ মুক্তিকামী ব্যক্তিকে মুক্তি দিতে পারে না- এই কথা সঠিকভাবে উপলব্ধি করা কর্তব্য । পরনির্ভরশীল না হইয়া নিজের দুঃখ নিজেই ক্ষয়সাধন করা প্রতিটি জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য । তাই ঈশ্বরবাদ বৌদ্ধদের অযোগ্য । নিজের করণীয় কাজ সম্পাদন না করিয়া শুধু ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী হইয়া অন্তরের অজ্ঞতারূপ দুঃখাগ্নিকে ক্ষয়সাধন করিয়াছেন এমন পুরুষ জগতে কাহাকেও পাওয়া

যায়না। যাঁহারা স্মরণীয় বরণীয় মহাপুরুষ জন্মলাভ করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই কর্মের দ্বারাই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাই বুদ্ধের নির্দেশ সব কিছুর আগে অন্তরের দুঃখকে নির্বাপন করা। তারপর অন্য বিষয় সম্বন্ধে জানিও।

বৌদ্ধদের চারি প্রকার শরণ (আশ্রয়) গ্রহণ করিতে হয়। যথা:— বুদ্ধের শরণ, ধর্মের শরণ, সংঘের শরণ ও যথাকথিত দান-শীল-ভাবনাদির শরণ লইতে হয়। ইহা ব্যতীত অন্য শরণ লইলে বৌদ্ধ শাসনে তাহাকে মিথ্যাদৃষ্টি বলা হয়।

এখানে উপমা দ্বারা কতগুলি শরণের কথা বলা হইতেছে। যেমন : পীড়িতের সময় ঔষধ পথ্য, ডাক্তার কবিরাজের শরণ; জলে গমনকালে নৌকার শরণ; রাস্তায় গমনকালে জুতার শরণ; রৌদ্রে গমনকালে ছাতার শরণ লইতে হয়। যেমন ইহকালে (জীবিতকালে) জীবন-ধারণের জন্য আহার ভয়ে লেখাপড়া, শিল্প, কৃষি (চাষবাস) ও ব্যবসা বাণিজ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় ঠিক তদ্রূপ পরকালেও (মরণের পর) অপায় দুর্গতি ভয় আছে বলিয়া দান-শীল-ভাবনাদি কুশলকর্মসমূহ আজীবন সম্পাদন করিতে হয়। চিন্তের স্থিরতা জানিতে হইলে কায়গতানুস্মৃতি ভাবনা করিতে হয়, যাঁহারা এই দেহকে বিষ্ঠার ঘট তুল্য ঘৃণার যোগ্য বলিয়া বিসর্জন দিতে পারেন তাঁহারা অমৃতময় নির্বাণ সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।



ধুতাজ্জ নির্দেশ

অল্প ইচ্ছা ও যথালোভে সন্তুষ্টি গুণযুক্ত শীলই ধুতাজ্জশীল। এই ধুতাজ্জশীল অল্পেচ্ছা, সন্তুষ্টি ও তৃষ্ণাদি লঘুতা সম্পাদনকারী। ইহা প্রবিবেকযুক্ত, বীর্যারম্ভ ও সুভরতাদি গুণ সলিল দ্বারা দুঃশীল মল বিধৌত করিয়া সুপরিশুদ্ধ শীলে প্রতিষ্ঠাপিত করে। সেই কারণে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ লোকামিষ পরিত্যাগে মনোযোগী, দেহ ও জীবনের প্রতি মমতাহীন, নির্বাণকামী ভিক্ষুদের জন্য তের প্রকার ধুতাজ্জশীলের নির্দেশ করিয়াছেন। এই সমস্ত ধুতাজ্জশীল ভগবান বুদ্ধের সম্মুখেই গ্রহণ করিতে হয়। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মহাশ্রাবকগণের মধ্যে যে কাহারও নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রহণ করিতে হয়। মহাশ্রাবক না থাকিলে ক্ষীণাশ্রব অরহত অথবা যে কোন অনাগামী, সকৃদাগামী, স্রোতাপন্ন, ত্রিপিটকধারী, দ্বিপিটকধারী, কোনও একজন সঙ্গীতিকারক, কোনও একজন ধর্মধারী, বা কোনও একজন অর্থকথাচার্যের নিকট গ্রহণ করিতে হয়। তদাভাবে ধুতাজ্জধারীদের নিকট, তাহারও অভাবে চৈত্য অথবা বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে উৎকটিক আসনে বসিয়া ভগবান বুদ্ধের নিকট বলার ন্যায় ধুতাজ্জশীল গ্রহণ বা অধিষ্ঠান করিতে হয়।

ধুতাজ্জশীল গ্রহণের বিধান :

১. গহপতিদান চীবরং পটিক্খিপামি,
পংসুকুলিকঙ্গং সমাদিয়ামি।
২. চতুথক চীবরং পটিক্খিপামি,
তে চীবরিকঙ্গং সমাদিয়ামি।
৩. অতিরেক লাভং পটিক্খিপামি,

পিণ্ডপাতিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।

৪. লোলুপ্পচারং পটিক্খিপামি,
সাপদানচারিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
৫. নানাসন ভোজনং পটিক্খিপামি,
একাসনিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
৬. দ্বিতীয়ক ভোজনং পটিক্খিপামি,
পত্তপিণ্ডিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
৭. অতিরেক ভোজনং পটিক্খিপামি,
পাত্তপিণ্ডিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
৮. গমন্ত সেনাসনং পটিক্খিপামি,
অরঞঞকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
৯. ছন্নং পটিক্খিপামি,
রুক্খমূলিকঙ্গং সমাদিয়ামি,
১০. ছন্নঞ্চ রুক্খমূলঞ্চ পটিক্খিপামি,
অব্ভোকাসিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
১১. ন সুসানং পটিক্খিপামি,
সোসানিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
১২. সেনাসন লোলুপ্পং পটিক্খিপামি,
যথাসম্ভতিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।
১৩. সেষ্যং পটিক্খিপামি,
নেসজ্জিকঙ্গং সমাদিয়ামি ।

এই ত্রয়োদশ প্রকার ধুতাক্ষশীল প্রত্যেকটি তিন তিন বার বলিয়া গ্রহণ বা অধিষ্ঠান করিতে হয় । এই ধুতাক্ষশীল ভঙ্গ হইলে পুনঃ পুনঃ তিন তিন বার করিয়া পুনঃ অধিষ্ঠান করিয়া গ্রহণ করিতে হয় ।

বাংলা :

১. গৃহপতি প্রদত্ত চীবর ত্যাগ করিতেছি, পাংশুকুলিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
২. অতিরিক্ত (চতুর্থ) চীবর ত্যাগ করিতেছি, ত্রি-চীবরিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৩. অতিরিক্ত লাভ (সংঘভাত) ত্যাগ করিতেছি, পিণ্ডাচারিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৪. লোলুপ্য আচার ত্যাগ করিতেছি, সাপদানচারিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৫. নানা আসনে ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিতেছি, একাসনিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৬. দ্বিতীয় ভাজন (পাত্র) ত্যাগ করিতেছি, পাত্রপিণ্ডিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৭. অতিরিক্ত ভোজন গ্রহণ ত্যাগ করিতেছি, খলূপচাৎ ভক্তিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৮. গ্রামের শয়নাশন ত্যাগ করিতেছি, আরণ্যিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
৯. আচ্ছাদিত স্থান ত্যাগ করিতেছি, বৃক্ষমূলিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
১০. আচ্ছাদন ও বৃক্ষছায়ায় বাস ত্যাগ করিতেছি, অভ্যাবকাশিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
১১. অশ্মাশান (বাস) ত্যাগ করিতেছি, শ্মাশানিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।
১২. শয়নাশন লোলুপ্য ত্যাগ করিতেছি, যথাসংস্কৃতিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি।

১৩. শয্যা (শয়ন) ত্যাগ করিতেছি, নৈষদ্যিক ধুতাজ্জ গ্রহণ করিতেছি ।

এক্ষণে যে সকল অশ্লোচ্ছতা, সম্ভ্রষ্টিতাদি গুণের দ্বারা উক্ত প্রকার শীলের ব্যবধান (বিশুদ্ধি) হইয়া থাকে সে সকল গুণ সম্পাদন করিতে, আর যে কারণে গৃহীতশীল যোগী কর্তৃক ধুতাজ্জশীল গ্রহণ করা দরকার- এইরূপে ইহার অশ্লোচ্ছতা, সম্ভ্রষ্টিতা, সল্লেখ, প্রবিবেক অপচয়, বীর্যারম্ভ, সুভরতাদি গুণ সলিল দ্বারা বিধৌত মল শীলও সুপরিশুদ্ধ হইবে, ব্রতও সম্পাদিত হইবে । নির্দোষশীল ব্রতগুণ পরিশুদ্ধ উত্তম-আচার (ভিক্ষু) পুরাণ আর্যবংশত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবনার উপযুক্ত চতুর্থ আর্যবংশের প্রাপ্তির কারণ হইবে । তাই ধুতাজ্জ কথা আরম্ভ করিব ।

যে সকল কুলপুত্র লোকামিষ পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহাদের কায়ে ও জীবনে মমতা নাই, কেবল অনুলোম প্রতিপদ পূর্ণ করিতে যাহারা ইচ্ছুক, তাহাদের জন্য ভগবান বুদ্ধ ত্রয়োদশ ধুতাজ্জ আদেশ করিয়াছেন । যেমন : (১) পাংশুকুলিকাজ্জ, (২) তৈটীবরিকাজ্জ, (৩) পিণ্ডপাতিকাজ্জ, (৪) সাপদানচারিকাজ্জ, (৫) একাসনিকাজ্জ, (৬) পাত্রপিণ্ডিকাজ্জ, (৭) খলূপশ্চাৎ ভক্তিকাজ্জ, (৮) আরণ্যিকাজ্জ, (৯) বৃক্ষমূলিকাজ্জ, (১০) অভ্যাবকাশিকাজ্জ, (১১) শ্মশানিকাজ্জ, (১২) যথাসংস্কৃতিকাজ্জ (১৩) নৈষদ্যিকাজ্জ ।

তথায়-

অথতো লক্খনাদীহি সমাদান বিধানতো,
পভেদতো ভেদতো চ তস্‌সানিসংসতো ।
কুসলন্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো,
সমাস-ব্যাসতো চাপি বিঞ্ঞাতকো বিনিচ্ছয়ো ।

প্রথম তাহার অর্থ :

(১) রাস্তা, শাশান, আবর্জনা স্তুপাদিতে পাংশুসমূহ যেখানে-সেখানে উপর্যুপরি রাখা হয় বলিয়া ক্রমশঃ উপরদিকে উচ্চ হইয়া উঠে। এই অর্থে পাংশুসমূহের মধ্যে কুলের ন্যায় বলিয়া পাংশুকুল। অথবা পাংশুর মত কুৎসিৎ ভাব ‘উলতি’ বলিয়া পাংশুকুল। কুৎসিৎভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উক্ত হয়, এইরূপ লব্ধ নামক পাংশুকুলের ধারণ পাংশুকুল। তাহা শীল ইহার বলিয়া পাংশুকুলিক। পাংশুকুলিকের অঙ্গ পাংশুকুলিকঙ্গ। অঙ্গ অর্থ কারণ। তাই সেই সমাদান দ্বারা সে পাংশুকুলিক হয় তাহার এই অধিবচন (বিশিষ্ট নাম) ইহা জ্ঞাতব্য।

(২) এইরূপে সজ্জাটি, উত্তরাসঙ্গ, অন্তরবাস (পরিধানের কাপড়) সংখ্যাত ত্রিচীবর (ধারণ) শীল ইহার ত্রিচীবরিক। ত্রিচীবরিকের অঙ্গ ত্রিচীবরিকঙ্গ।

(৩) ভিক্ষা সংখ্যাত আমিষ পিণ্ডসমূহের পাত পিণ্ডপাত, অপর লোকগণ কর্তৃক দত্ত পিণ্ডসমূহের পাত্রে নিপতন বলিয়া কথিত হয়। সেই পিণ্ডপাত উদ্ধ্বন করে (উদ্ধ্বতি) সেই সেই কুলে গিয়া গবেষণ (অন্বেষণ) করে যে সে পিণ্ডপাতিক। অথবা পিণ্ডের জন্য পতন ব্রত ইহার পিণ্ডপাতি। পতন অর্থ চরণ। পিণ্ডপাতিই পিণ্ডপাতিক। তাহার অঙ্গ পিণ্ডপাতিকঙ্গ।

(৪) দান অর্থ অবখণ্ডন। দান হইতে অপেত অপদান, অনবখণ্ডন ইহার অর্থ। অপদানের সহিত সাপদান, অবখণ্ডন বিরহিত অনুঘর বলিয়া কথিত। সাপদান চরণশীল ইহার সাপদানচারী। সাপদানচারীই সাপদানচারিক। তাহার অঙ্গ সাপদানচারিকঙ্গ।

(৫) এক আসনে ভোজন একাসন। তাহা শীল ইহার

একাসনিক । তাহার অঙ্গ একাসনিকঙ্গ ।

(৬) দ্বিতীয় পাত্র নিষেধকৃত বলিয়া কেবল একপাত্রে পিণ্ড পাত্রপিণ্ড । অধুনা পাত্র পিণ্ড গ্রহণে পাত্রপিণ্ড সংজ্ঞা করিয়া পাত্রপিণ্ডিক । তাহার অঙ্গ পাত্রপিণ্ডিকঙ্গ ।

(৭) খলু প্রতিষেধনার্থে নিপাত । প্রবারিত (নিমন্ত্রিত) হইয়া পশ্চাৎ লব্ধ ভক্ত পশ্চাৎভক্ত । সেই পশ্চাৎভক্তের ভোজন পশ্চাৎভক্ত ভোজন । পশ্চাৎভক্ত ভোজনে পশ্চাৎভক্ত সংজ্ঞা করিয়া, পশ্চাৎভক্ত শীল ইহার পশ্চাৎভক্তিক । ন পশ্চাৎভক্তিক খলু-পশ্চাৎভক্তিক, সমাদান বশে প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া রিক্তভোজনের এই নাম । অর্থকথায় কিন্তু বলা হইয়াছে খলু এক শকুনিকের নাম । সে মুখে যে ফল গ্রহণ করে তাহা পড়িয়া গেলে অন্যফল খায় না । এই ভিক্ষুও তাদৃশ, তাই খলুপশ্চাৎভক্তিক । তাহার অঙ্গ খলুপশ্চাৎভক্তিকঙ্গ ।

(৮) অরণ্যে নিবাস শীল ইহার আরণ্যিক । তাহার অঙ্গ আরণ্যিকঙ্গ ।

(৯) বৃক্ষমূলে নিবাস বৃক্ষমূল । তাহা শীল ইহার বৃক্ষমূলিক । বৃক্ষমূলিকের অঙ্গ বৃক্ষমূলিকঙ্গ ।

(১০/১১) অভ্যাবকাশিক ও শাসানিক শব্দেরও এইরূপে অর্থ করিতে হইবে ।

(১২) যাহা সংসৃত (বিস্তৃত) তাহা যথাসংসৃত 'ইহাই তোমার প্রাপ্ত' এই বলিয়া প্রথম উদ্দেশিত (উদ্দিষ্ট) শয়নাশনের ইহা অধিবচন । সেই যথাসংসৃতে (শয়নাসনে) বিহার করা শীল ইহার যথাসংসৃতিক । তাহার অঙ্গ যথাসংসৃতিকঙ্গ ।

(১৩) শয়ন প্রতিক্ষিপ্ত করিয়া বসিয়া বিহার করা শীল ইহার নৈষদ্যিক । তাহার অঙ্গ নৈষদ্যিকঙ্গ ।

এই সমস্ত সেই সেই সমাদান দ্বারা ক্লেশ ধৃত (পাপ) বলিয়া ধৃতক্লেশ ভিক্ষুর অঙ্গ সমূহ। ক্লেশ ধ্বনন করে বলিয়া ধৃত এই নাম লব্ধজ্ঞান অঙ্গ ইহাদের (এই অর্থে) ধুতঙ্গ অথবা সেই সকল ধৃত এবং প্রতিপক্ষ বিধ্বনন করে বলিয়া প্রতিপত্তির অঙ্গ (তাই তাহারা) ধুতঙ্গ। প্রথমতঃ এইরূপ অর্থবশে জানিবার নিয়ম।

লক্ষণ সমূহ :

সমাদান চেতনা এই সকলের লক্ষণ। অর্থকথায় বলা হইয়াছে— যে সমাদান করে সে পুদাল (ব্যক্তি) যাহা দ্বারা সমাদান করে তাহা চিত্ত চৈতসিক, ইহারা ধর্ম। যে সমাদান চেতনা তাহা ধুতঙ্গ। যাহা প্রতিক্ষেপ করা যায় তাহা বস্তু। লোভ বিধ্বংসন এই সকলের রস। নির্মূলভাবে উহা উচ্ছেদ করা ইহা প্রত্যুপস্থান বা ফল। অল্লেখ্যাদি আর্থধর্ম পদস্থান বা আসন্ন কারণ। এখানে লক্ষণাদি দ্বারা জানিবার উপায় এইরূপ।

সমাদান বিধান :

ভগবান বুদ্ধ জীবিত থাকিতে এই সমস্ত ধুতঙ্গও ভগবান বুদ্ধের নিকট সমাদান করা কর্তব্য। তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হইলে মহাশ্রাবকের কাছে। মহাশ্রাবক না থাকিলে ক্ষীণাশ্রব, অনাগামী, সকৃদাগামী, স্রোতাপন্ন, ত্রিপিটকজ্ঞ, দ্বিপিটকজ্ঞ, একসঙ্গীত একাগম অর্থকথাচার্যের নিকট (সমাদান করিবে) তিনিও না থাকিলে কোন ধুতঙ্গধরের নিকট। তিনিও যদি না থাকিলে তবে চৈত্যের অঙ্গন সম্মার্জন করিয়া (ঝাট দিয়া) উৎকৃষ্টভাবে বসিয়া সম্যক সমুদ্বের নিকট বলার ন্যায় সমাদান করা কর্তব্য। অপি চ স্বয়ংও সমাদান করা উচিত।

১. পাংশুকুলিকাজ

এখন এক একটির সমাদান বিধান প্রভেদ, ভেদ ও আনিসংশ (ফল) বর্ণনা করিব।

প্রথমত : পাংশুকুলিক “গৃহপতি প্রদত্ত চীবর প্রতিক্ষেপ করিতেছি, পাংশুকুলিকাজ সমাদান করিতেছি” এই দুই বাক্যের অন্যতর বাক্য দ্বারা সমাদত্ত (গৃহীত) হয়। ইহাই এখানে সমাদান। এইরূপে যিনি ধুতাজ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার- “সোসানিক আপনিক, রথিয়াচোল, সংকারচোল, সোথিয়, নহানচোল, তিথচোল, গতপচাগত, অগ্নিদড্ট, গোথযিত, উপচিকা ঋযিত, উন্দুর ঋযিত, অস্তচ্ছিন্ন, দসচ্ছিন্ন, ধজাহত, ধুপচীবর, সমনচীবর, অভিসেকিক, ইন্ধিময়, পস্থিক, বাতাহট, দেবদন্তিয় ও সামুদিক।”

ইহাদের অন্যতর চীবর গ্রহণ করিয়া ফালিয়া (ফাটিয়া, ছিঁড়িয়া) দুর্বল স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থিরস্থান (শক্ত টুকরা)গুলি লওয়া উচিত। এবং তাহা ধুইয়া চীবর করিয়া পুরাতন গৃহপতি চীবর ত্যাগ করতঃ পরিভোগ করা উচিত।

বিস্তৃতার্থ :

শ্মশানিক:- শ্মশানে পতিত বস্ত্র। আপনিক:- আপন দ্বারে পতিত বস্ত্র। রথিয়াচোল:- পুণ্যার্থীগণ কর্তৃক বাতায়ন মার্গে রথিকায় (রাস্তায়) নিষ্কিপ্ত বস্ত্র। সংকারচোল:- সংস্কার স্থানে (আবর্জনা স্তম্বে) নিষ্কিপ্ত বস্ত্র। সোথিয়ন্তি:- গর্ভমল পুঁছিয়া নিষ্কিপ্ত বস্ত্র। তিস্য আমাত্যের মাতা নাকি শতর্ঘনক (শতমুদ্রা মূল্যের) বস্ত্র দ্বারা গর্ভমল পুঁছাইয়া পাংশুকুলিকগণ গ্রহণ করিবে ভাবিয়া তালবেলি মার্গে নিষ্কিপ্ত করাইয়াছিলেন। ভিক্ষু জীর্ণ

স্থানার্থই গ্রহণ করে। নহান চোলন্তি:- যাহা ভূতবৈদ্যগণ সশীর্ষ স্নান করিয়া (মাথা হইতে পা পর্যন্ত স্নান করিয়া) কালকর্ণীক (অণ্ডচি) বস্ত্র বলিয়া ত্যাগ করিয়া যায়। তিথচোলন্তি:- স্নানতীর্থে পরিত্যক্ত পিলোতিকা (নেকড়া)। গতপচ্চাগতন্তি:- গতপ্রত্যাগত যাহা মানুষেরা শ্মশানে গিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক স্নান করিয়া ফেলিয়া দেয়। অগ্নিদড্‌ন্তি (অগ্নিদক্ষ):- অগ্নি দ্বারা স্থানে স্থানে দক্ষ বস্ত্র। মানুষেরা তাহা অপবিত্র মনে করিয়া ফেলিয়া দেয়। গোখাযিতাদি:- সকলের জানা আছে। তাদৃশ বস্ত্রও মানুষেরা ত্যাগ করে। (গোখাযিত- গরু খাইয়াছে বা চর্বণ করিয়াছে যে বস্ত্র। কোন কোন গরু বস্ত্র পাইলে তাহা চর্বণ করে, তাই উহা ব্যবহারের অযোগ্য হয়, সুতরাং তাহা লোকেরা ত্যাগ করে।) উপাচিকা খাযিত:- উইপোকায় খাওয়া ও ইদুর দ্বারা বিনষ্ট বস্ত্রাদি লোকেরা অণ্ডচি মনে করিয়া ত্যাগ করে। অন্তচ্ছিন্নন্তি:- অন্তে বা দুই মাথায় কিংবা মধ্যে মধ্যে ছেঁড়া কাপড়। জীর্ণ হইয়া বস্ত্রের পার্শ্বদেশ ছিন্ন হইলে কেহ কেহ তাহাও ফেলিয়া দেয়। দসচ্ছিন্নন্তি:- দশস্থানে ছিন্ন বস্ত্র। বস্ত্রের দসি বা ঝালর ছিন্ন হইলেও কোন কোন বিলাসী ব্যক্তি সেই বস্ত্র ফেলিয়া দেয়। ধজাহটন্তি:- ধ্বজাহত কাপড়। নৌকায় আরোহণকারীরা বান্ধিয়া আরোহণ করে। তাহা তাহাদের দর্শনাতিক্রমে (চোখের বাহির হইলে) গ্রহণ করা উচিত। আর যুদ্ধক্ষেত্রে যে ধ্বজা (পতাকা) বান্ধিয়া স্থাপিত হয় তাহা উভয় সেনা গত কালে (চলিয়া গেলে) গ্রহণ করা উচিত। ধূপচীবরন্তি:- ধূপ চীবর, বল্লীক পরিক্ষিপ্ত করিয়া বলিকর্মকৃত বস্ত্র (যে বস্ত্র দিয়া বল্লীক ঘিরিয়া পূজা করে)। সমন চীবরন্তি:- ভিক্ষু সন্তক, ভিক্ষুর সম্পত্তি। অভিসেকিসন্তি:- রাজা অভিসেক

স্থানে নিষ্কিপ্ত বস্ত্র। ইন্ধিমযন্তিঃ— ‘এস ভিক্ষু’ বলিয়া যাহাদের উপসম্পদা হইয়াছে তাহাদের ঋদ্ধিময় চীবর বস্ত্র। পত্নিকন্তিঃ— যাহা মালিক ভুলিয়া পথে ফেলিয়া গিয়াছে তাহা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করার পর গ্রহণ করা উচিত। দেবদত্তিযন্তিঃ— অনুরুদ্ধ স্থবিরকে দেওয়ার মত যাহা দেবতাগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেইরূপ বস্ত্র। সামুদ্রিকঃ— সমুদ্রের ঢেউ দ্বারা স্থলভাগে উৎক্ষিপ্ত বস্ত্র।

যাহা ‘সংঘকে দিতেছি’ বলিয়া দত্ত অথবা বস্ত্র ভিক্ষা দ্বারা লব্ধ তাহা পাংশুকুল নহে। ভিক্ষুদের যে সকল চীবর দেওয়া হয় তন্মধ্যে যাহা বর্ষার আগে গ্রহণ করাইয়া দেয় অথবা শয়নাসন প্রস্তুত করিয়া যে ভিক্ষু এখানে বাস করিবেন তিনি ভোগ করিবেন এই ভাবিয়া যে চীবর রাখিয়া দেওয়া হয় তাহা পাংশুকুলিক হয় না, গ্রহণ না করাইয়া দিলেই তা পাংশুকুলিক হয়। তাহাতেও যাহা দায়কগণ কর্তৃক তাহা পাংশুকুলিকের হস্তে স্থাপন করিয়া দাও, কিন্তু তৎকর্তৃক পাদমূলে স্থাপিত, তাহাও একদিকে শুদ্ধ। যাহা ভিক্ষুর পাদমূলে স্থাপিত, তৎকর্তৃকও সেইরূপে দত্ত তাহা উভয়দিকে শুদ্ধ। যাহা হস্তে স্থাপন দ্বারা লব্ধ একই হস্তেই স্থাপিত তাহা অনুৎকৃষ্ট চীবর। এইরূপে এই পাংশুকুল ভেদ জানিয়া পাংশুকুলিক কর্তৃক চীবর পরিভোগ করা কর্তব্য। ইহাই এখানে বিধান।

ইহার প্রভেদঃ— তিনজন পাংশুকুলিকঃ— উৎকৃষ্ট, মধ্যম ও মৃদু। যিনি শাশানিক (চীবর) গ্রহণ করেন তিনি উৎকৃষ্ট। প্রব্রজিত গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থাপিত (চীবর) গ্রহণকারী মধ্যম। পাদমূলে স্থাপন করিয়া দত্ত (চীবর) গ্রহণকারী মৃদু। তাহাদের যে কোন জনের নিজের ইচ্ছামত গৃহী কর্তৃক প্রদত্ত চীবর গ্রহণ করিলে ধুতাক্সব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহাই এখানে প্রভেদ।

আনিসংশ কথা (সুফল বর্ণনা) :

“পাংশুকুলিক চীবর নিশ্রয় (অবলম্বন) করিয়া প্রব্রজ্যা” এই বাক্য দ্বারা নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব, প্রথমে আর্যবংশে প্রতিষ্ঠান, আরক্ষা দুঃখাভাব, অপরায়ত্ত বৃত্তিত্ব (স্বাধীন জীবিকা), চোর ভয়হীনতা, পরিভোগ তৃষ্ণার অভাব, শ্রমশ-সারূপ্য (শ্রমণের উপযুক্ত) পরিষ্কারতা, সেই সকল অল্লার্ঘ্য, সুলভ ও দোষহীন বলিয়া ভগবান কর্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা প্রসাদিকতা, অল্লেখ্যতাদির ফল নিষ্পত্তি, সম্যক প্রতিপত্তি অনুরূহন (বন্ধন) ও পশ্চাৎ জনতার দৃষ্টানুগতি (দৃষ্টান্ত) আপদান।

মারসেন বিঘাতায় পাংশুকুলধরো যতি,

সন্নদ্ধ কবচো যুদ্ধে খতিয়ো বিঘ সোভতি।

অর্থ : মারের সৈন্য বিনষ্ট (জয়) করিবার জন্য পাংশুকুলধারী যতি যুদ্ধে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ক্ষত্রিয়ের মত শোভা পায়।

পহায কাসিকাদীনি বরবথানি ধারিতং,

যং লোকগুরুনা কো তং পংশুকূলং ন ধারয়ে?

অর্থ : কাশিকাদি উৎকৃষ্ট বস্ত্র ত্যাগ করিয়া লোকগুরু (বুদ্ধ) যাহা ধারণ করিয়াছেন সে পাংশুকুল কে ধারণ করে না?

তস্মাহি অন্তনো ভিক্ষু পটিঞঞং সমনুস্সরং,

যোগচারকূলম্হি পাংশুকূলে রতো সিয়াতি।

অর্থ : সেইজন্য ভিক্ষু নিজের প্রতিজ্ঞা সমনুস্মরণ করিয়া যোগাচার কূলে পাংশুকূলে রত থাকিবেন। ইহা প্রথমতঃ

পাংশুকুলিকাঙ্গ সমাদান-বিধান-প্রভেদ-ভেদ আনিসংশ বর্ণনা।

২. 'ত্রেচীবরিকাস্'

অতপর, “চতুর্থ চীবর প্রতিক্ষেপ (প্রত্যাখান) করিতেছি” “ত্রেচীবরিকাস্ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচনের দ্বারা ত্রেচীবরিকাস্ ধুতাস্ গ্রহণ করা হয়। সেই ত্রেচীবরিক ভিক্ষু চীবরের কাপড় লাভ করিয়া যতদিন অসুবিধার জন্য চীবর তৈয়ার করিতে না পারেন, চীবর বিচারক সেলাইয়ের জন্য ভাজিয়া দিবার (লোক) না পায়, সুঁচ ইত্যাদি যাহা কিছু পাওয়া না যায় ততদিন নিক্ষেপ করা (রাখিয়া দেওয়া) উচিত। তাহাতে কোন দোষ হয় না। কিন্তু রং করার সময় হইতে রাখিয়া দেওয়া উচিত নয়। এইরূপ করিলে ধুতাস্ চোর হইয়া থাকে। ইহাই ইহার বিধান। প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ।

উৎকৃষ্ট : রং করার সময়ে প্রথমে অন্তরবাস (পরিধানের কাপড়) বা উত্তরাস্ রং করিয়া তাহা পরিধান করিয়া অপরটিতে রং দেওয়া উচিত। সজ্জাটি পরিধান করা কর্তব্য নহে। ইহা গ্রাম্য শয়নাসনের ব্রত (কর্তব্য)। তবে দুইখানা একত্রে ধুইয়া রং দেওয়া আরণ্যিকের কর্তব্য। যাহাতে কাহাকেও দেখিয়া কাষায় আকর্ষণ করিয়া পরিধান করিতে পারে এইরূপ আসন্ন (নিকট) স্থানে বসা উচিত।

মধ্যম : রং দেওয়ার ঘরে যদি অন্য রং দেওয়া কাষায় থাকে তাহা পরিধান করিয়া বা গায়ে দিয়া রং দেওয়া উচিত।

মৃদু : সভাগ ভিক্ষুগণের (সমান ব্রতধারীগণের) চীবর পরিধান করিয়া বা গায়ে দিয়া রং দেওয়ার কাজ করা কর্তব্য। সেই স্থানে স্থিত আস্তরণ বা বসিবার আসনও তাহার ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু অন্যত্র লইয়া যাওয়া উচিত নহে। ধুতাস্

ত্রৈচীরিকের চতুর্থ বর্তমান অংশ কাষায় ব্যবহার করা উচিত। তাহার বিস্তারের এক বিঘত, দৈর্ঘ্যে তিন হাত মাত্র হওয়া উচিত। এই তিন জনের চতুর্থ চীবর গ্রহণ ক্ষণেই ধুতাজ ভঙ্গ হইয়া যায়। ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ কথা :

ত্রৈচীবরিক ভিক্ষু কায় আচ্ছাদনের উপযোগী দ্বারা সম্ভুষ্ট হন। তাই তাহার পক্ষীদের ন্যায় সঙ্গে লইয়া গমন, অল্প সমারম্ভ (আয়োজন) বস্ত্র সন্নিধি (জমা) বর্জন, সল্লঘুক বৃত্তিতা, অতিরিক্ত চীবরের লোলুপতা ত্যাগ, কল্লীয় অর্থাৎ উপযোগী বস্ত্রতেও মাত্রা জ্ঞান, সল্লেকবৃত্তিতা, অল্লেখ্যতাদির ফল নিষ্পত্তি ইত্যাদি গুণসমূহ লাভ হয়।

অতিরেক বখতগ্হং পহায় সন্নিধি বিবজ্জিতো ধীরো,
সন্তোষ সুখ রসঞ্ঞঞ্ঞ তিচীবর ধরো ভবতি যোগী।

অর্থ : অতিরিক্ত বস্ত্র সন্নিধি বর্জন, ধীর ত্রিচীবরধারী যোগী (ভিক্ষু) অধিক বস্ত্রতৃষ্ণা পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষ সুখরসজ্ঞ হইয়া থাকেন।

তস্মা সপত্তচরণো পক্খীব সচীবরো ব যোগীবরো,
সুখং অনুবিচরিতুকামো চীবর নিয়মে রতিং কথিরাত্তি।

অর্থ : তাই চরণ ও পাখার উপর নির্ভর করিয়া বিচরণশীল পক্ষীর মত সচীবর যোগীবর সুখে অনুবিচরণ করিতে ইচ্ছুক হইলে চীবর নিয়মে রুচি করিবেন। ইহা ত্রৈচীবরিকাস্থে সমাধান-বিধান-প্রভেদ-ভেদ আনিসংশ বর্ণনা।



৩. পিণ্ডপাতিকাজ

পিণ্ডপাতিকাজও “অতিরিক্ত ভোজন লাভ প্রতিক্ষেপ করিতেছি, পিণ্ডপাতিকাজ সমাদান করিতেছি” এই দুই বাক্যের একটি দ্বারা সমাদান করা হয় সেই পিণ্ডপাতিক ভিক্ষু কর্তৃক সংঘভক্ত (সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন), উদ্দেশকভক্ত (কয়েকজন ভিক্ষুর উদ্দেশ্যে দেওয়া অন্ন), নিমন্ত্রণভক্ত (ফাং), শলাকভক্ত (টিকেট দিয়া বিভক্ত ভাত), পাক্ষিক উপোসথিক, প্রাতিপদিক, আগন্তুকভক্ত, গমিকভক্ত, গ্লানভক্ত, (রোগীকে দেওয়া ভাত), গ্লান উপস্থায়কভক্ত (রোগীর সেবাকারীকে দেওয়া ভাত)। বিহার ভক্ত (বিহার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাত), ধুরভক্ত (ধুরগৃহে স্থাপন করিয়া দেওয়া ভাত), বারকভক্ত (গ্রামবাসীদের দ্বারা পালা করিয়া দেওয়া ভাত) এই চৌদ্দ প্রকার ভাত পিণ্ডপাতিক ভিক্ষুর গ্রহণ করা উচিত নয়, যদি সংঘভক্ত গ্রহণ করুন ইত্যাদি না বলিয়া আমাদের ঘরে সংঘ ভিক্ষা গ্রহণ করিতেছেন, আপনিও ভিক্ষা গ্রহণ করুন বলিয়া দেয় তবে সে সকল গ্রহণ করা উচিত। সংঘ হইতে নিরামিষ (ভৈষজ্যাদি প্রতिसংযুক্ত) শলাকাও বিহারে পক্ষভক্ত ও গ্রহণ করা উচিত। ইহাই ইহার (পিণ্ডপাতিকাজের) বিধান। প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ হয়। তত্র—

উৎকৃষ্ট : সম্মুখে বা পশ্চাৎ হইতে আহরিত ভিক্ষা গ্রহণ করে, বহির্দ্বারে থাকিয়া পাত্র গ্রহণকারীদেরও দেয়, প্রতিক্রমণ (প্রত্যাগমণ) কালে আহরণ করিয়া দেওয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে। কিন্তু সেই দিন বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করে না।

মধ্যম : সেই দিন বসিয়া (ভিক্ষা) গ্রহণ করে। কিন্তু পরদিন

বসিয়া গ্রহণ করিতে সম্মত হয় না।

মৃদু : আগামীকাল ও পরদিবস বসিয়াও ভিক্ষা গ্রহণ করিতে রাজী হয়।

তাহারা উভয়ে স্বাধীন বিহার সুখ লাভ করে না, উৎকৃষ্ট সেই সুখ লাভ করিয়া থাকে, এক গ্রামে এক আর্যবংশ ছিল উৎকৃষ্ট অপরদের বলিলেন— আসুন আবুসো, ধর্ম শ্রবণার্থ যাইব। তাহাদের একজন বলিল— ভন্তে, একজন লোক (ভিক্ষা দিব বলিয়া) আমাকে বসাইয়াছে। অপর বলিল— ভন্তে, আমি কল্য একজনের ভিক্ষা গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছি। এইরূপে তাহারা দুইজনের পরিহীন। অপর (উৎকৃষ্ট) প্রাতেই পিণ্ডের জন্য চরিয়া (ভিক্ষা করিয়া) ধর্ম শ্রবণ সুখ লাভ করিলেন। ইহাদের তিন জনেরই সংঘ ভক্তাদি অতিরিক্ত লাভ গ্রহণ ক্ষণেই ধূতাস্ত্রত ভঙ্গ হয়। ইহাই এখানে প্রভেদ।

আনিসংশ কথা :

“পিণ্ডালোপ ভোজনে নির্ভর করিয়া প্রব্রজ্যা” এই বচন হইতে নিশ্চয়ানুরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব, দ্বিতীয় আর্যবংশে প্রতিষ্ঠান, অপরাযত্ত বৃত্তিতা, সেই সকল চীবর অল্লার্ঘ, সূলভ ও অনবদ্য বলিয়া ভগবান কর্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা কৌসীদ্য নিম্মর্দনতা, পরিশুদ্ধ জীবিকা, শৈক্ষ্য প্রতিপত্তি পূরণ, অপরপোষিতা (স্বাধীন পোষিতা) পরানুগ্রহক্রিয়া, মান গ্রহান, রসতৃষ্ণা নিবারণ, গনভোজন, পরস্পর ভোজনরূপ চরিত্র শিক্ষা পদের ব্যতিক্রম হেতু আপত্তির অভাব, অল্লেখ্যতাতির অনুলোম বৃত্তিত্ব, সম্যক প্রতিপত্তির বর্ধন, ভবিষ্যৎ জনতার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন।

পিণ্ডিয়ালোপ সস্ত্রট্টো অপরাযত্তজীবিকো,
পহীনাহার লোলুপ্পো হোতি চাতুদ্দিসো যতি।

বিনোদযতি কোসজ্জং আজীবস্ম বিসুজ্জতি,

তস্মা হি নাতিমঞ্ণেয়্য ভিক্ষাচরিয়ং সুমেধসো ।

অর্থ : পিণ্ডালোপ অর্থাৎ ভিক্ষালব্ধ পিণ্ডে সন্তুষ্ট, স্বাধীন জীবিকা আহার লোলুপতাহীন যতি চাতুর্দিশ নামে কথিত হয় । (কোন দিকেই বাঁধা নাই বলিয়া চারিদিক হইতে ভিক্ষাচরণ করিয়া জীবন যাপন করে বলিয়া ‘চাতুর্দিশ নামে উক্ত হয় ।)

কৌসীদ্য বা আলস্য বিনষ্ট করে অর্থাৎ আলস্য বিনষ্ট করিয়া পিণ্ডপাত করিতে হয় বলিয়া আলস্যহীন হন, জীবিকা পরিশুদ্ধ হয় । পিণ্ডাচরণ করিয়া আহারে কোন দোষ নাই বলিয়া ইহা পরিশুদ্ধ জীবিকা । এই কারণে সুমেধ ব্যক্তি ভিক্ষাচরণকে তুচ্ছ মনে করিবেন না । এই রূপকেই

পিণ্ডপাতিকস্ম ভিক্ষুনো অন্তভরস্ম অনঞ্ণপোসিনো,

দেবা পিহযন্তি তাদিনো, নোচে লাভসিলোক নিস্সিতো ।

অর্থ : পিণ্ডপাতিক, আত্মভর, অনন্য পোষী ভিক্ষু যদি লাভ ও প্রশংসার বশীভূত না হন তবে দেবগণও তাদৃশ ভিক্ষুকে স্পৃহা করেন অর্থাৎ তাহার সঙ্গ লাভের ইচ্ছা করেন ।

৪. সাপদানচারিকাজ

সাপদনচারিকাজ ও লোলুপ্যাচার প্রতিক্ষেপ করিতেছি, সাপদান চারিকাজ সমাদান (গ্রহণ) করিতেছি “এই দুই বাক্যের অন্যতর দ্বারা গৃহীত হয় । সেই সাপদানচারিক ভিক্ষু কর্তৃক গ্রামদ্বারে থাকিয়া পরিশ্রমের (কষ্ট) অভাব দেখা কর্তব্য । যে রাস্তা বা গ্রামে পরিশ্রম বা কষ্ট হয়, তাহা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পিণ্ডাচরণ করা উচিত । যে ঘরদ্বারে বা রাস্তায় বা গ্রামে কিছু

পাওয়া যায় না, তাহা অগ্রাম বলিয়া (সংজ্ঞা, মনে করিয়া) চলিয়া যাইবে কিন্তু যেখানে কিছু লাভ হয় তাহা ত্যাগ করিয়া যাইতে নাই। এই ভিক্ষুর সকালে গ্রামে প্রবেশ করা উচিত। এইরূপ হইলে অসুবিধা স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে সক্ষম হইবে। যদি বিহারে দানদাতা অথবা আসিবার সময় পশ্চিমধ্যে লোক পাত্র গ্রহণ করিয়া পিণ্ডপাত দেয় তবে গ্রহণ করা উচিত। পথে যাইবার সময় ও ভিক্ষাচার বেলায় সম্প্রাপ্ত গ্রাম অতিক্রম না করিয়া পিণ্ডাচরণ করা উচিত। তথায় না পাইয়া বা অল্প পাইয়া গ্রামের পর গ্রাম ভিক্ষাচরণ করা উচিত। ইহাই সাপদান চারিকাসের বিধান। প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র -

উকৃষ্ট : সম্মুখ হইতে আনিত ভিক্ষা, পশ্চাৎ হইতে ভিক্ষা ও প্রতিক্রমণকালে আহরণ করিয়া দিলেও গ্রহণ করে না। কিন্তু গৃহদ্বারে পাত্র বিসর্জন করেন। (গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহস্থ ভিক্ষা দিবার জন্য পাত্র চাহিলে দিয়া থাকেন)। এই ধুতাস্ত্রে মহাকশ্যপ স্থবিরের সদৃশ আর কেহ নাই। তাহারও পাত্র বিসর্জন স্থান দেখা যায়।

মধ্যম : সম্মুখ হইতে বা পশ্চাৎ হইতে কিম্বা প্রতিক্রমণকালে দিলে গ্রহণ করেন। গৃহ দ্বারেও পাত্র বিসর্জন করেন কিন্তু ভিক্ষা পাইবার আশায় বসিয়া থাকেন না। এইরূপে তিনি উৎকৃষ্ট পিণ্ডপাতিকের অনুলোম হইয়া থাকেন।

মৃদু : যাহারা মৃদুভাবে পালন করিবেন তাহারা গৃহে বসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন তিন জনের লোলুপ আচার উৎপন্ন মাত্র ধুতাস্ত্র ভঙ্গ হয়। ইহা অত্র ভেদ।

আনিসংশ কথা :

কুলসমূহে নিত্য নতুনত্ব, চন্দ্রোপমতা, কুলমাৎসর্য প্রহাণ, সমানানুকম্পতা, কুলোপগ (কুলদোষক) হওয়ার দোষাভাব, আহবানানভিননা, ভিক্ষাভিহরণে অনর্থিকতা, অশ্লেচ্ছাতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

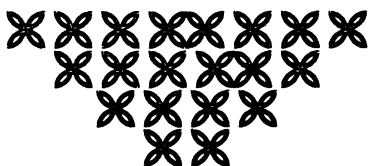
চন্দ্রপমো নিচ্চনবো কুলেসু
অমচ্ছরী সর্বসমানুকম্পো,
কুলপকাদীনব বিপ্রমুত্তো

হোতীধ ভিক্ষু সপদানচারী।

অর্থ : ইহ সংসারে সাপদানচারী ভিক্ষু কুলসমূহে অনাসক্তি বশতঃ ও সৌম্যভাবে চন্দ্রের ন্যায় কুলসমূহে নিত্য নতুন, মাৎসর্যহীন, সকলকে সমান অনুকম্পাকারী (দয়ালু), কুলদূষক হওয়ার দোষ হইতে বিপ্রমুক্ত হইয়া থাকেন।

লোলুপ্যচারঞ্চ পহায তস্মা
ওক্খিত্তচক্খু যুগমত্তদস্সী,
আকজ্জমানো ভুবি সেরিচারং
চরেয্য ধীরো সপদানচারন্তি।

অর্থ : তাই লোলুপ আচার পরিত্যাগ করিয়া অবিক্ষিপ্ত চক্ষু ও যুগ মাত্র দর্শী (চারি হাতের মধ্যে দর্শন) হইয়া পৃথিবীতে ইচ্ছামত বিহার (বিচরণ) আকাঙ্ক্ষা করিলে পণ্ডিত ব্যক্তির সাপদানচারী হওয়া উচিত।



৫. একাসনিকাজ

এই একাসনিকাজ ও “নানাসন ভোজন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, একাসনিকাজ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচনের দ্বারা গৃহীত হয়। একাসনিক ভিক্ষু আসন শালায় বসিবার সময় স্থবিরগণের আসনে না বসিয়া এইটি আমার প্রাপ্য হইবে ভাবিয়া উপযুক্ত আসন দেখিয়া বসিবেন। যদি ভোজন আরম্ভে আচার্য বা উপাধ্যায় আগমন করেন তবে আসন হইতে উঠিয়া সেবা করিতে হয়। ত্রিপিটকে ‘চুলাভয় স্থবির’ বলিয়াছেন— আসন রক্ষা করিব না ভোজন রক্ষা করিব— এই সমস্যায় পড়িলে ‘বিপ্লকত’ (বিপ্রকৃত) ভোজন হয়। তাই ব্রত কর, ভোজন ভোগ করিও না। ইহাই এই ধুতাজ ব্রতের বিধান। প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র—

উৎকৃষ্ট : অল্প বা বেশী হউক যে ভোজনে হাত নামায় তাহা ছাড়া অন্য ভোজন গ্রহণ করিতে পারে না। যদি মানুষেরা স্থবির কিছুই খান বলিয়া সর্পী আদি আহরণ করে, ভৈষজ্যের জন্য গ্রহণ করা উচিত আহারের জন্য নয়।

মধ্যম : যতক্ষণ পাত্রের ভাত না ফুরায় ততক্ষণ অন্য ভোজন গ্রহণ করিতে পারে। ইহাকে ভোজন পর্যন্তিক বলে।

মৃদু : যাবৎ আসন হইতে না উঠে তাবৎ ভোজন করিতে পারে। তাহাকে উদক পর্যন্তিক বলা যায়। কারণ, যাবৎ পাত্র ধুইবার জল গ্রহণ না করে তাবৎ ভোজন করিতে পারে; আবার আসন পর্যন্তিকও বলা হয়। কারণ, যাবৎ আসন হইতে না উঠে তাবৎ ভোজন করিতে পারে বলিয়া। ইহাদের তিনজনেরও নানাসন ভোজন ভুক্তক্ষণে ধুতাজ ভিন্ন হয়। ইহাই ভেদ।

আনিসংশ কথা :

অল্লাবাবধতা (নীরোগতা) অল্লাতক্কতা (শরীর দুঃখাভাব), লঘুখান (হালকা শরীর) বল সুখ বিহার, অনতিরিক্ত প্রত্যয় বশতঃ অনাপত্তি, রসতৃষ্ণা বিনোদন ও অল্লেচ্ছতাদি অনুলোম বৃত্তিতা ।

একাসন ভোজনে রতং, ন যতিং ভোজন পচয়া রুজা,

বিসহন্তি রসে আলোলুপ্পো পরিহাপেতি ন কম্মং অন্তনো ।

অর্থ : একাসনে ভোজন রত যোগীর ভোজনের দরুন কোন রোগ হয় না, রসে লোলুপতা দমন করেন, নিজের কর্ম নষ্ট করেন না ।

ইতিফাসু বিহার কারণে সুচিসল্লেখরতুপসেবিতো,

জনযেথ বিসুদ্ধমানসো রতিমেকাসন ভোজনে যতীতি ।

অর্থ : বিশুদ্ধচিত্ত যোগী ফাসু (সুখ) বিহার কারণে শুচি সল্লেখরতোপসেবিত একাসন ভোজনে রতি জন্মাইবেন ।

৬. পাত্রপিণ্ডিকাজ

পাত্রপিণ্ডিকাজও “দ্বিতীয় ভাজন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, পাত্রপিণ্ডিকাজ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই পাত্রপিণ্ডিক ভিক্ষু যাগু পান কালে ভাজনে রাখিয়া ব্যঞ্জন পাইলে প্রথমে ব্যঞ্জন খাওয়া উচিত। অতঃপর, যাগু পান করা কর্তব্য। যদি যাগুতে প্রক্ষেপ করে, পঁচামাছ ইত্যাদি যাগুতে প্রক্ষিপ্ত হইলে যাগু প্রতিকুল (ভাজনের অননুরূপ) হয়। তাহা অপ্রতিকুল করিয়াই পরিভোগ করা উচিত। তাই সেইরূপ ব্যঞ্জন বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে— মধু

শর্করাদি যাহা অপ্রতিকূল হয় তাহা প্রক্ষিপ্ত করা উচিত। গ্রহণকালীন পরিমাণমত গ্রহণ করা উচিত। কাঁচা শাক হাতে গ্রহণ করিয়া খাওয়া উচিত। তথা না করিয়া পাত্রেই প্রক্ষিপ্ত করা উচিত। দ্বিতীয় ভাজন প্রতিক্ষিপ্ত বলিয়া অন্য বৃক্ষপর্ণ ও গ্রহণ করা উচিত নহে। ইহাই বিধান। প্রভেদ বশে ইহাও ত্রিবিধ।
তত্র—

উৎকৃষ্ট : ইক্ষু খাওয়ার সময় ব্যতীত কচবর (সূচা) ফেলাও উচিত নহে।

মধ্যম : ভাতের পিণ্ড (ডেলা) মৎসং, মাংস, পুব (পিঠা)ও ভাজিয়া খাওয়া উচিত। ইহাকে হস্তযোগী বলে।

মৃদু : পাত্রযোগী হয়। যাহা পাত্রে প্রক্ষেপ করিতে সক্ষম হয় তৎসমস্তই হাতদ্বারা বা দন্ত দ্বারা ভাজিয়া খাওয়া উচিত। ইহাদের তিনজনের দ্বিতীয় ভাজন ব্যবহার ক্ষণেই ধুতাক্ত ভাজিয়া যায়। ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ কথা :

নানা রসতৃষ্ণা বিনোদন, অতীচ্ছা পরিত্যাগ, আহারে প্রয়োজন মাত্র দর্শিতা, থালকাদিতা হরণ, খেদাভাব, অবিক্ষিপ্ত ভোজিতা ও অল্লেখ্যতাতির অনুলোম বৃত্তিতা।

নানা-ভাজন-বিক্ষেপং হিত্বা ওক্খিত্ত-লোচনো,

খনন্তো বিয় মূলানি রসতণ্হায় সুব্বতো।

সরুপং বিয় সত্ত্বট্ঠিং ধারয়ন্তো সুমানসো,

পরিভুঞ্জ্যেয়া আহারং কো অঞ্ঞো পত্তপিণ্ডিকো।

অর্থ : নানাভাজন বিক্ষেপ পরিত্যাগ করিয়া, রসতৃষ্ণা মূল খনন করার ন্যায় স্বরূপের মত সত্ত্বষ্টি ধারণ করিয়া অবিক্ষিপ্ত চক্ষু সুব্রত (ভিক্ষু) সুমানস পাত্রপিণ্ডিক ব্যতীত অন্যকে আহার

পরিভোগ করে। (যাঁহারা উৎকৃষ্ট ধুতাজ পালন করিবেন, তাঁহারা স্বাধীনবাসে সুখ লাভ করিতে পারিবেন।)

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

৭. খলূপশাৎভক্তিকাজ

খলূপশাৎভক্তিকাজও “অতিরিক্ত ভোজন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, খলূপশাৎভক্তিকাজ সমাধান করিতেছি” এই দুই বচনের অন্যতর বচনে সমাদত্ত হয়। সেই খলূ-পশাৎ-ভক্তিক একবার প্রবারণা (নিষেধ) করিয়া পুনঃ ভোজন কল্পীয় (যোগ্য) করিয়া ভোজন করা অনুচিত। ইহা এই ধুতাজের বিধান।

প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র—

উৎকৃষ্ট : যেহেতু প্রথম পিণ্ডে প্রবারণা (বারণ) নাই, তাহা খাইতে খাইতে অন্য প্রতিক্ষিপ্ত হয় তাই এইরূপে প্রবারিত হইয়া প্রথম পিণ্ড খাইয়া দ্বিতীয় পিণ্ড ভোগ করে না।

মধ্যম : যে ভোজনে প্রবারিত তাহাই ভোগ করে।

মৃদু : যাবৎ আসন হইতে উঠে না তাবৎ ভোজন করে। ইহাদের তিনজনের প্রবারিতের কল্পীয় করাইয়া ভুক্তক্ষণে ধুতাজব্রত ভঙ্গ হয়। ইহাই অত্র ভেদ।

আনিসংশ কথা :

অনতিরিক্ত ভোজন হেতু আপত্তি হইতে দূরীভাব (অনাপদ্যন) ঔদরিকত্বের অভাব নিরামিষ সন্নিধিতা (সঞ্চয়) পুনঃ পর্যোষণার অভাব ও অল্লেখ্যতাদির অনুলোম বৃত্তিতা।

পরিযেসনায খেদং ন যাতি, করোতি সন্নিধিং ধীরো

ঔদরিকত্তং পজহতি খলূপচ্ছাভক্তিকো যোগী।

অর্থ : ধীর-খলূপশাৎভক্তিক যোগী পর্যোষণা দরুণ খেদপ্রাপ্ত হন না, সন্নিধিও করেন না এবং ঔদরিকত্ব ত্যাগ করেন।

তস্মা সুগতপ্লসথং সন্তোষগুণাদি বড়্টি সঞ্জ্ঞনং

দোসে বিধুনিত কামো ভজেয্য যোগী ধুতাজ্জং ইদন্তি ।

অর্থ : তাই দোষ বিধ্বংসকামী যোগীর সুগত প্রসংশিত সন্তোষ গুণাদির বৃদ্ধি সঞ্জ্ঞন এই ধুতাজ্জ পালন করা উচিত ।

≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡ ≡

৮. আরণ্যিকাজ্জ

আরণ্যিকাজ্জও “গ্রামান্ত শয়নাসন প্রতিক্ষেপ করিতেছি, আরণ্যিকাজ্জ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয় । সেই আরণ্যিক গ্রামের শয়নাসন পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে সূর্য উদয় করান উচিত । তত্র উপাচার সহিত গ্রামই গ্রামান্ত শয়নাসন ।

গ্রাম : যাহাতে একটি কুঠির বা অনেক কুঠির, যাহা পরিক্ষিপ্ত বা অপরিক্ষিপ্ত, মনুষ্য বা অমনুষ্য অন্ততপক্ষে যাহাতে চারিমাসের অতিরিক্ত বাস করিয়াছে এমন কোন সত্ত্ব আছে তাহাকে গ্রাম বলে ।

গ্রামোপচার : পরিক্ষিপ্ত গ্রামের সীমা হইতে মধ্যম বলসম্পন্ন ব্যক্তি খুব জোরে ঢিল ছুঁড়িলে যে স্থানে পড়ে সে স্থান হইতে গ্রামোপচার । দৃষ্টান্ত স্বরূপ- যদি অনুরাধপুরের দুই ইন্দ্রখীল (প্রবেশদ্বার) থাকে তবে অভ্যন্তরস্থ ইন্দ্রখীলে স্থিত মধ্যম বলসম্পন্ন ব্যক্তি ঢিল ছুঁড়িলে ঢিল পতনস্থান । তাহার লক্ষণ, যথা- তরুণ মনুষ্যগণ নিজের বল দেখাইতে বাহু প্রসারিত করিয়া ঢিল নিক্ষেপ করে, এইরূপে নিক্ষিপ্ত ঢিলের পতনস্থানাভ্যন্তর গ্রামোপচার বলিয়া ‘বিনয়ধরগণের’ মত । ‘সূত্রান্তিকগণ বলেন, কাক তাড়াইবার নিয়মে ক্ষিপ্ত ঢিল

পতনস্থান গ্রামোপচার।' অপরিষ্কিণ্ড গ্রামে সর্ব প্রত্যন্তিম (সর্বশেষে) ঘরের দ্বারে স্থিত মাতৃগ্রাম (স্ত্রীলোক) ভাজনে লইয়া যে জল ছুঁড়িয়া ফেলে তাহার পতনস্থান ঘরোপচার। সেইখান হইতে একটিল পতন স্থান গ্রাম, দ্বিতীয় টিল পতনস্থান গ্রামোপচার।

বিনয় পর্যায়ে (মতে) গ্রাম ও গ্রামোপচার ব্যতীত সমস্ত অরণ্য বলিয়া উক্ত। অভিধর্ম পর্যায়ে (মতে) বাহিরে ইন্দ্রখীল হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সমস্ত অরণ্য বলিয়া কথিত। এই সূত্রান্ত পর্যায়ে পাঁচশত ধনু^১ পশ্চাতে আরণ্যক শয়নাসন, এই লক্ষণ। তাহা ঠিক করিবার সময় আচার্য ধনু দ্বারা পরিষ্কিণ্ড গ্রামের ইন্দ্রখীল হইতে, অপরিষ্কিণ্ড গ্রামের প্রথম টিল পতন স্থান হইতে বিহার পরিক্ষেপ (সীমা) পর্যন্ত মাপিয়া ব্যবস্থা করিবেন।

যদি বিহার অপরিষ্কিণ্ড (ঘেরাহীন) হয়, তবে সর্বপ্রথম শয়নাসন বা ভক্তশালা (ভোজনগৃহ) ধ্রুব সন্নিপাত স্থান (নির্দিষ্ট সন্নিপাত স্থান) বোধিবৃক্ষ বা চৈত্যাশয়নাসন হইতে দূরে হলেও তাহা পরিচ্ছেদ করিয়া মাপা উচিত বলিয়া বিনয়ার্থকথায় উক্ত হইয়াছে। মধ্যম অর্থকথায় (মজ্জিমট্টকথায়) বলা হইয়াছে যে, বিহার ও গ্রামের উপচার বাদ দিয়া উভয়ের টিল পতন স্থানের মধ্যে মাপা উচিত। ইহাই এখানে প্রমাণ।

যদি আসন্নে গ্রাম হয়। বিহারে থাকিয়া মানুষের শব্দ শুনা যায়, পর্বত নদী দ্বারা পৃথক বলিয়া সোজা যাইতে অসমর্থ তাহার যাহা স্বাভাবিক মার্গ। তাহা যদি নৌকায় যাইতে হয় তবে সেই মার্গের ৫০০ ধনু গ্রহণ করা কর্তব্য। যে অঙ্গ

^১ ৪ (চার) হাতে ১ধনু।

সম্পাদনার্থ আসন্ন গ্রামের পথ সেইখানে বন্ধ করিয়া দেয় সে ধুতাঙ্গ চোর হয়।

যদি আরণ্যিক ভিক্ষুর উপাধ্যায় বা আচার্য গ্লান (পীড়িত) হয় এবং অরণ্যে যদি সপ্রায় (উপযুক্ত পথ্যাদি) পাওয়া না যায় তবে গ্রামের শয়নাসনে নিয়া সেবা শুশ্রূষা করা কর্তব্য। কিন্তু প্রাতেই নিষ্কান্ত হইয়া অঙ্গযুক্ত স্থানে (ধুতাঙ্গের উপযুক্ত জায়গায়) অরুণ উঠাইবে।

যদি সূর্য উঠিবার কালে তাহাদের রোগ বৃদ্ধি হয় তবে তাহাদেরই কৃত্য (কাজ) করা উচিত। ধুতাঙ্গ শুদ্ধিক (রক্ষক) হওয়া উচিত নহে। ইহাই এখানে বিধান। প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ।

উৎকৃষ্ট : সর্বকাল অরুণ উঠিবার সময় পর্যন্ত অরণ্য শয়নাসনের বাস করিতে হইবে।

মধ্যম : বর্ষা চারিমাস গ্রাম্য বিহারে বাস করিতে পারে।

মৃদু : হেমন্ত ঋতুতেও গ্রামের বিহারে বাস করিতে পারে।

ইহাদের তিনজনেরই যথাপরিচ্ছিন্নকালে অরণ্য হইতে আসিয়া গ্রামান্ত শয়নাসনে ধর্মদেশনা শুনিয়া অরুণ উদয় হইলেও ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয় না। দেশনা শুনিয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে সূর্য উঠিলেও ব্রত ভাঙ্গে না। যদি ধর্মকথিক উঠিয়া গেলে অল্পক্ষণ শুইয়া চলিয়া যাইব মনে করিয়া নিদ্রাগত হইলে সূর্য উঠে অথবা নিজের ইচ্ছায় গ্রামান্ত শয়নাসনের অরুণ উদয় হইবারকাল পর্যন্ত শয়ন করে তবে ধুতাঙ্গ ভঙ্গ হয়। ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ কথ্য :

আরণ্যিক ভিক্ষু অরণ্যসংজ্ঞা মনে করিয়া অলঙ্ক সমাধি প্রতिलाভ করিতে বা লঙ্ক সমাধি রক্ষা করিতে ভব্য (সমর্থ) শাস্তাও ইহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। যথা বলা হইয়াছে ‘হে নাগিত’ তাই আমি সেই ভিক্ষুর প্রতি সন্তুষ্ট হই তাহার অরণ্য বিহার দ্বারা’। প্রাপ্ত শয়নাসনবাসীর (ইহার) অননুরূপ রূপাদি চিত্ত বিক্ষিপ্ত করে না। বিগত সন্ত্রাস হইয়া থাকে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, প্রবিবেক সুখরস আশ্বাদন করে, পাংশুকুলিকাদিভাবও ইহার প্রতিকরূপ হইয়া থাকে।

পবিত্রিতো অসংসর্গো পশুসেনাসনে রতো,

আরাধযন্তো নাথস্ বনবাসেন মানসং।

একো রঞেনিবসং যং সুখং লভতে যতি,

রসং তস্ ন বিন্দন্তি অপি দেবা সইন্দকা।

অর্থ : প্রবিবিক্ত (একাকী), অসংসৃষ্ট, প্রাপ্ত শয়নাসনে রত যতি (যোগী) বনবাস দ্বারা নাথের (বুদ্ধের) মানস আরাধনা করিয়া একাকী অরণ্যে বাস করিয়া যে সুখ লাভ করেন ইন্দ্রসহ দেবতারাও সেই সুখরস অনুভব করিতে পারে না।

পংশুকূলঞ্চ এসো ব, কবচং বিয ধারয়ং,

অরঞ্ঞং সংগামগতো অবসেস ধুতায়ুধো।

সমথোন চিরস্বেব জেতুং মারং সবাহনং

তস্মা অরঞ্ঞবাসম্হি রতিং কথিরাথ পণ্ডিতো।

অর্থ : এই ভিক্ষু কবচের মত পাংশুকুল চীবর ধারণ করিয়া, অবশিষ্ট ধুতাজ্জীল রূপ আয়ুধে (অস্ত্রে) সজ্জিত হইয়া অরণ্য সংগ্রামে গিয়া অচিরে সসৈন্যে মারকে জয় করিতে সক্ষম হন। সেই কারণে পণ্ডিত ব্যক্তি অরণ্যবাসে রতি (ইচ্ছা) করিবেন।

৯. বৃক্ষমূলিকাজ

বৃক্ষমূলিকাজও “ছন্ন (আচ্ছন্নস্থান) প্রতিক্ষেপ করিতেছি, বৃক্ষমূলিকাজ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। সেই বৃক্ষমূলিক কৰ্তৃক সীমান্তরিক বৃক্ষ (সীমার বৃক্ষ), চৈত্য বৃক্ষ, নির্যাস বৃক্ষ, ফল বৃক্ষ, বগুণ্ডলি বৃক্ষ, (যে বৃক্ষে বাদুর বাস করে), সুসির বৃক্ষ, বিহার মধ্যে স্থিত বৃক্ষ, - এই সকল বর্জন করিয়া বিহার প্রত্যন্তে স্থিত বৃক্ষ গৃহীতব্য। ইহাই ইহার বিধান। প্রবেশ বশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র-

উৎকৃষ্ট : যথারূচি বৃক্ষ গ্রহণ করিয়া (নির্বাচন করিয়া) তাহার যত্ন করাইতে পারে না। পায়ের দ্বারা পাতা ময়লা (বৃক্ষ হইতে পতিত পত্র) অপনয়ন করিয়া বাস করা উচিত।

মধ্যম : যাহারা সে স্থানে আসে তাহাদের দ্বারা গাছের যত্ন করাইতে পারে।

মৃদু : আরামিক শ্রামণেরদিগকে ডাকিয়া বৃক্ষতল পরিষ্কার ও সমান করাইয়া বালি ছড়ান প্রকার পরিক্ষেপ করান ও দ্বারা যোজনা পূর্বক বাস করা উচিত। উৎসবাদি মহাদিবসে তথায় না বসিয়া বৃক্ষমূলিকের অন্যত্র কোন (গুপ্ত) স্থানে বসা উচিত। ইহাদের তিনজনেরই আচ্ছন্ন স্থানে বাস গ্রহণ ক্ষণে ধুতাজ্জ ভগ্ন হয়। জানিয়া ছন্নে (প্রতিচ্ছন্ন স্থানে) অরুণ উদয় করা মাত্রই ধুতাজ্জ ভগ্ন হয় বলিয়া “অঙ্গুত্তর ভানকা” বলেন। ইহাই অত্র ভেদ।

আনিসংশ কথা :

“বৃক্ষমূলিক শয়নাসন নিশ্রয় (আশ্রয়) করিয়া প্রব্রজ্যা” এই বাক্য হেতু নিশ্রয়ানুরূপ প্রতিপত্তি সম্ভব, “সেই সকল অল্প, সুলভ ও অনবদ্য” বলিয়া ভগবান কৰ্তৃক সংবর্ণিত প্রত্যয়তা,

সর্বদা (অভিন্ন) তরুপর্ণ বিকার দর্শন দ্বারা অনিত্যসংজ্ঞা সমুৎস্থাপন, শয়নাসন মাৎসর্য ও কর্মারামতার অভাব, দেবতাদের সহিত বাস, অল্লেখ্যতাতির অনুলোম বৃত্তিতা ।

বগ্নিতো বুদ্ধসেট্টেন নিস্সযোতি চ ভাসিতো,
নিবাসো পবিবিত্তস্স রুক্ষমূলে সমো কুতো?

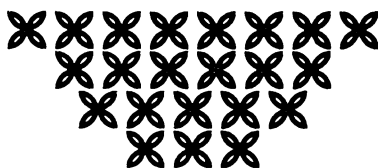
অর্থ : বুদ্ধশ্রেষ্ঠ কর্তৃক বর্ণিত ও নিশ্চয় বলিয়া কথিত বৃক্ষমূলের সমান প্রবিবিত্তের (একাকী বিহারীর) নিবাস স্থান আর কোথায় আছে?

আবাসমচ্ছেরহরে, দেবতা পরিপালিতে,
পবিবিত্তে বসন্তো হি রুক্ষমূলম্হি সুব্বতো ।
অভিরত্তানি নীলানি পণ্ডুনি পতিতানি চ,
পসসন্তো তরুপণ্ণানি নিচ্চ সঞেঞং পনুদতি ।

অর্থ : সুব্রত (ভিক্ষু) আবাস মাৎসর্যহর, দেবতা পরিপালিত, প্রবিবিত্ত বৃক্ষমূলে বাস করিয়া অভিরক্ত (খুব লাল), নীল, পাণ্ডুবর্ণ ও পতিত তরুপর্ণ সকল দেখিয়া নিত্যসংজ্ঞা পরিত্যাগ করেন ।

তস্মাহি বুদ্ধ দায়জ্জং ভাবনাভিরতালয়ং,
বিবিত্তং নাতিমঞেঞ্য্য রুক্ষমূলং বিচক্ষনো'তি ।

অর্থ : সেই কারণে দায়াদ্য ভাবনাভিরতালয়, বিবিত্ত বৃক্ষমূলকে বিচক্ষণ (পণ্ডিত) ব্যক্তি অবজ্ঞা করিবেন না ।



১০. অভ্যাবকাশিকাজ

অভ্যাবকাশিকাজ ও “ছন্ন ও বৃক্ষমূল প্রতিক্ষেপ করিতেছি, অভ্যাবকাশিকাজ সমাদান করিতেছি” ইহাদের অন্যতর বচন দ্বারা সমাদত্ত হয়। অভ্যাবকাশিকের ধর্ম শ্রবণার্থ বা উপোসথ করিবার উপোসথাগারে প্রবেশ করা উচিত। প্রবিষ্ট হওয়ার পর যদি দেব বর্ষণ করে বৃষ্টির সময় বাহির না হইয়া বৃষ্টি থামিলে বাহির হওয়া উচিত। ভোজনশালা বা অগ্নিশালায় প্রবেশ করিয়া ব্রত (কর্তব্য) করা উচিত। ভোজনশালায় স্থবির ভিক্ষুগণকে ভাত খাওয়ার জন্য অনুরোধ করা কর্তব্য। আপত্তি উদ্দেশ করিতে বা উদ্দেশ করাইতে ছন্নে (আচ্ছাদিত স্থানে) প্রবেশ করা, বাহিরে ফেলিয়া রাখা মঞ্চপীঠাদি ভিতরে প্রবেশ করান উচিত। যদি পথে যাইতে বৃদ্ধতরগণের পরিষ্কার গৃহীত হয়, দেবে বর্ষণ করিলে পথিমধ্যে স্থিত শালায় প্রবেশ করা উচিত। যদি কিছুই গৃহীত হইয়া না থাকে তবে শালায় থাকিব বলিয়া বেগে যাওয়া উচিত নহে। প্রকৃতি (স্বাভাবিক) গতিতে গিয়া প্রবিষ্ট ভিক্ষু বৃষ্টি থামা পর্যন্ত থাকিয়া পরে গমন করা কর্তব্য। ইহাই ইহার বিধান। মূলিকেরও এই নিয়ম। প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র-

উৎকৃষ্ট : বৃক্ষ, পর্বত বা গৃহ আশ্রয় করিয়া বাস করা অনুচিত। অভ্যাবকাশে (খোলা আকাশের নিচে) চীবরের দ্বারা কুঠির তৈয়ার করিয়া তথায় বাস করা উচিত।

মধ্যম : বৃক্ষ, পর্বত, গৃহ আশ্রয় করিয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়া বাস করা উচিত।

মৃদু : বর্ষার জল প্রবেশ করিতে না পারে মত ছাদে দেওয়া অথচ উপরে সীমা দেওয়া নাই এইরূপ পর্বত গুহা বা শাখা

মণ্ডপ বা স্থলিত অর্দ্ধশাটক ও ক্ষেত্র রক্ষকগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত তত্রস্থ কুঠিকাও ব্যবহার করা উচিত। বাসের জন্য ছন্ন (আচ্ছন্ন) স্থান ও বৃক্ষমূল প্রবিষ্টক্ষেণে ইহাদের তিনজনের ধুতাস্গ ভিন্ন হয়। জানিয়া তথায় অরুণ উঠান মাত্রই ধুতাস্গ ‘ভঙ্গ হয়’ বলিয়া অঙ্গুত্তর ভানকগণ বলেন। ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ কথা :

আবাস প্রতিবন্ধ কোপচ্ছেদ, স্ত্যানমিদ্ধপনোদন, “মৃগের মত অসঙ্গচারী (একাকী বিহারী) ও আলয়হীন হইয়া ভিক্ষুগণ বিহার করেন”। এই প্রশংসার অনুরূপতা, নিঃসঙ্গতা, চাতুর্দিশতা, অল্লেখ্যতাতির অনুলোম বৃত্তিতা।

অনাগারিযভাবস্ অনুরূপে অদুল্লভে,
তারামণিবিতানং হি চন্দ্রদীপপ্পভাসিতে;
অব্ভোকাসে বসং ভিক্ষু মিগভূতেন চেতসা,
থীন মিদ্ধং বিনোদিত্বা, ভাবনারামতং সিতো।

অর্থ : অনাগারিয ভাবের অনুরূপ, অদূর্লভ, তারামণি বিতান, চন্দ্রদীপ প্রভাসিত অভ্যাবকাশে বাস করিয়া ভিক্ষু মৃগের ন্যায় পরিগ্রহণহীণ চিত্তে স্ত্যানমিদ্ধ বিনোদন পূর্বক ভাবনারামতায় নিশ্চিত (ভাবনা-সুখ-রত) থাকেন।

পবিবেক রসাস্ সাদং ন চিরস্ সেসব বিন্দতি,
যস্ সা তস্মা হি সপ্পঞ্ঞা অব্ভোকাসে রতো সিয়াতি।

অর্থ : প্রবিবেক রসের আশ্বাদ অচিরে লাভ করে, তাই সপ্রজ্ঞ অভ্যাবকাশে রত হউক।



১১. শ্মশানিকাগ্ন

শ্মশানিকাগ্ন ও “অশ্মশান প্রতিক্ষেপ করিতেছি, শ্মশানিকাগ্ন সমাদান করিতেছি” এই দুই বচনের অন্যতর দ্বারা সমাদত্ত হয়। যাহা গ্রামবাসী মানুষেরা ‘এইটি শ্মশান’ বলিয়া নির্দেশ করে তথায় শ্মশানিকের বাস করা উচিত নহে। মৃত শরীর পোড়াইলে তাহা শ্মশান হয় না। মৃতদেহ পোড়ানোর সময় হইতে যদি ১২ বৎসর পতিত থাকে তবে তাহাই শ্মশান।

তথায় বাসকালীন চংক্রমণ মণ্ডপাদি করিয়া, মঞ্চপীত পাতিয়া, পানীয় পরিভোজনীয় উপস্থাপন করিয়া ধর্ম আবৃতি করিতে করিতে বাস করা উচিত নহে। এই শ্মশানিক ধুতান্ন অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। তাই উৎপন্ন পরিশ্রয় বিঘাতার্থ সংঘস্খবির বা রাজযুক্ত (রাজ কর্মচারী)কে জানাইয়া অপ্রমত্ত হওয়া উচিত। চংক্রমণকালে অন্ধাক্ষি দ্বারা আদাহন অবলোকন করিয়া চংক্রমণ করা কর্তব্য, শ্মশানে গমনকালে বড় রাস্তা হইতে নামিয়া ছোট পথ মার্গে গমন করা দরকার। দিনের বেলায় আলম্বন ব্যবস্থাপন (ঠিক করা) প্রয়োজন।

এইরূপ করিলে ইহার সে রাত্রিতে ভয়ানক হইবে না। অমনুষ্য রাত্রিতে বিরব করিয়া করিয়া বেড়াইলেও কিছু দ্বারা প্রহার কর্তব্য নহে। এক দিবসও শ্মশানে না যাওয়া উচিত নহে। মধ্যম যাম শ্মশানে ক্ষেপন করিয়া শেষ যামে চংক্রমণ করা উচিত, ইহা অঙ্গুত্তর ‘ভানকগণের মত। অমনুষ্যগণের’ প্রিয় তিল পিষ্টক, মাষকলায় নির্মিত খাদ্য, মাংস মিশ্রিত ভাত বা পোলাউ, মৎস্য, মাংস, ক্ষীর, তৈল ও গুড়াদি খাদ্য-ভোজ্য আহার করা নিষিদ্ধ। গৃহীদের বাড়ীতে প্রবেশ করিবে না। ইহা

শ্মশানিক ধুতাজ্জধারীদের একান্ত প্রতিপালনীয় ব্রত । ইহা ইহার বিধান । প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ । তত্র-

উৎকৃষ্ট : যেখানে নিত্য মৃতদাহ, নিত্য পঁচাদেহ, নিত্য মৃতের জ্ঞাতিগণের রোদন আছে তথায় বাস করা উচিত ।

মধ্যম : এই তিনটির একটি থাকিলেও সেখানে বাস করা উচিত ।

মৃদু : উক্ত নতুন শ্মশান লক্ষণ প্রাপ্ত মাত্রে তথায় বাস করা উচিত ।

ইহাদের তিনজনেরই অশ্মশানে বাস গ্রহণ মাত্রেই ধুতাজ্জ ভঙ্গ হয় ।

‘অঙ্গুত্তরভানকগণ’ বলেন শ্মশানে অগত দিবসে (যে দিন না যায় সে দিন)ও ভঙ্গ হয় । ইহাই অত্র ভেদ ।

আনিসংশ কথা :

মরণস্মৃতি প্রতिलाভ, অপ্রমাদ বিহারতা, অশুভ নিমিত্তাধিগম, কামরাগ বিনোদন, সর্বদা (অভিন্ন) কায় স্বভাব দর্শন, সংবেগ বহুলতা, আরোগ্য মদাদি প্রহাণ, ভয়-বৈরব সহনতা, অমনুষ্যগণের ভক্তিশ্রদ্ধা, অল্লেখ্যতাতির অনুলোম বৃত্তিতা ।

সোসানিকং হি মরণানুসতিপ্পভবা,
নিদ্রাগতাম্পি ন ফুসন্তি পমাদদোসা;
সম্পস্সতো চ কুণপানি বহ্ননি তস্স,
কামানুরাগবসগতাম্পি ন হোতি চিত্তং ।

অর্থ : মরণানুস্মৃতির প্রভাবে নিদ্রাগত শ্মশানিককেও প্রমাদ দোষসমূহ স্পর্শ করে না । বহুমৃত পঁচাশরীর দর্শনকারীর চিত্ত কামানুরাগের বশীভূত হয় না ।

সংবেগমতি বিপুলং ন মদং উপেতি,

সম্মা অথো ঘটতি নিক্সুতিং এসমানো;

সোসানিকঙ্গমিতি নেকগুণাবহত্তা,

নিক্সাননিগ্নহদযেন নিসেবিতক্সন্তি ।

অর্থ : শ্মশানিকের বিপুল সংবেগ আসিয়া থাকে, মদ উৎপন্ন হয় না, নিক্সুতি (নির্বাণ) অন্বেষণ করিতে করিতে তিনি সম্যকরূপে ব্যায়াম করেন। অনেকগুণ আবহন করে বলিয়া শ্মশানিকঙ্গ নির্বাণের দিকে যাঁহার হৃদয় নত (নির্বাণ পাওয়ার জন্য যাঁহার চিত্ত ব্যস্ত) তাঁহার সেবন করা উচিত ।

১২. যথাসংস্কৃতিকঙ্গ

যথাসংস্কৃতিকঙ্গ ও “শয়নাসন লোলুপ্য প্রতিক্ষেপ করিতেছি, যথাসংস্কৃতিকঙ্গ সমাদান করিতেছি” এই দুই বচনের একটির দ্বারা সমাদত্ত হয়। যেই শয়নাসন একটি তোমার প্রাপ্য বলিয়া দিয়া থাকে তাহাতেই যথাসংস্কৃতিকের সম্ভব হইতে হয়। অন্য উত্থাপন করা উচিত নহে। ইহাই ইহার বিধান। প্রভেদবশে ইহা ত্রিবিধ। তত্র-

উৎকৃষ্ট : নিজের প্রাপ্ত শয়নাসন দূরে, নিকটে বা অমনুষ্য-দীর্ঘ জাতিক ইত্যাদির দ্বারা উপদ্রুত বা উষ্ণ বা শীতল জিজ্ঞাসা করিতে পারে না।

মধ্যম : কিরূপ শয়নাসন তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারে কিন্তু যাইয়া দেখিতে পারে না।

মৃদু : যাইয়া অবলোকন করিতে পারে এবং যদি তাহার রুচিমত না হয় অন্যত্র গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের তিনজনেরই লোলুপ্য উৎপন্ন মাত্রেই ধুতঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই এখানে ভেদ।

আনিসংশ কথা :

যাহা লাভ হয় তাহাতেই সম্ভ্রষ্ট হওয়া উচিত। এই উপদেশ প্রতিপালন, সব্রক্ষচারিদের হিতৈষিতা হীন-প্রণীত বিকল্প পরিত্যাগ, অনুরোধ নিরোধ গ্রহান, অতীচ্ছতার দ্বার পিদহন (বন্ধকরণ) ও অল্লোচ্ছাতাদের অনুলোম বৃত্তিতা।

যং লক্ষং তেন সম্ভট্টো, যথাসম্ভৃতিকো যতি,
নিব্বিকল্পো সুখং সেতি তিণ সম্ভরকেশুপি।

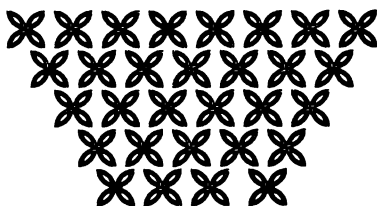
অর্থ : যথাসংস্কৃতিক যতি যাহা লাভ করেন তাহাতেই সম্ভ্রষ্ট হন। তৃণশয্যায়ও নির্বিকল্পভাবে সুখে শয়ন করেন।

ন সো রজ্জতি সেট্টম্‌হি হীনং লক্ষা-ন কল্পতি,
সব্রক্ষচারী নবকে হিতেন অনুকম্পতি।

অর্থ : সে শ্রেষ্ঠ শয়নাসনে আসক্ত হন না, হীন প্রাপ্ত হইয়া কোপ করেন না, নূতন সব্রক্ষচারীদের হিতের দ্বারা অনুকম্পা (দয়া করিয়া হিতসাধন) করেন।

তস্মারিয় সতাচিন্‌ং মুনিপুঙ্গব বগ্নিতং
অনুযুজ্জেথ মেধাবী যথাসম্ভতরামতন্তি।

অর্থ : তাই শত আর্যগণের আচীর্ণ (পরিচিত), মনিপুঙ্গব (বুদ্ধ) কর্তৃক বর্ণিত যথাসংস্কৃতিকাস (ধুতাস) পালনের আনন্দ মেধাবী ব্যক্তি অনুসরণ করেন।



১৩. নৈষদ্যেকাগ্ন

নৈষদ্যেকাগ্নও “শয্যা প্রতিক্ষেপ করিতেছি, নৈষদ্যেকাগ্ন সমাদান করিতেছি” এই বাক্যের একটির দ্বারা সমাদত্ত হইয়া থাকে। নৈষদ্যেকের উঠিয়া রাত্রির তিন যামের একযাম চংক্রমণ করা উচিত। ইর্যাপথ সমূহের মধ্যে কেবল শয়ন করা অনুচিত। ইহাই এই ধুতাঙ্গের বিধান। প্রভেদবশে ইহাও ত্রিবিধ। তত্র-

উৎকৃষ্ট : অপশয্যা (মঞ্চ), বস্ত্র নির্মিত কেদারা, অযোগ্যবস্ত্র ব্যবহার করা উচিত নহে।

মধ্যম : যে কোন একটি ব্যবহার করা উচিত।

মৃদু : অপশয্যা, বস্ত্র নির্মিত কেদারা, অযোগ্যবস্ত্র, বালিশ পঞ্চাগ্ন ও সপ্তাগ্ন ব্যবহার করা উচিত। পঞ্চাগ্ন পৃষ্ঠ অপাশ্রয়ের সহিত কৃত। সপ্তাগ্ন পৃষ্ঠ অপাশ্রয় ও উভয় পার্শ্বের অপাশ্রয়ের সহিত কৃত। মিল্হাভয় স্থবিরের জন্য তাহা হইয়াছিল। স্থবির অনাগামী হইয়া পরিনির্বাণ লাভ করেন। ইহাদের তিনজনেরই শয্যা গ্রহণক্ষণেই ধুতাঙ্গ ভিন্ন হয়। ইহাই অত্র ভেদ।

আনিসংশ কথা : “শয্যাসুখ, স্পর্শসুখ, (কেবল বালিশের সুখ) মিন্দ্রসুখ (তন্দ্রাসুখ) ভোগ বিহার করে” বলিয়া কথিত ব্যক্তির চিত্তের অলসভাবের উপচ্ছেদ, সর্বকর্মস্থান অনুযোগ সপ্রায়তা, প্রাসাদিক ইর্যাপথতা, বীর্যারম্ভের অনুকূলতা ও সম্মা প্রতিপত্তি অনুব্রহ্মন (বর্দ্ধন)।

আভূজিত্বান পল্লজকং পনিধায় উজুং তনুং,

নিসীদন্তো বিকম্পতি, মারস্‌স হৃদয়ং যতি।

অর্থ : পর্যঙ্ক আসনে বসিয়া, শরীরকে সোজাভাবে রাখিয়া বসিলে যতি মারের হৃদয় বিকম্পিত করেন।

সেয্যাসুখং মিন্দ্রসুখং হিত্বা আরদ্ধ বিরিয়ো,

নিসজ্জাভিরতো ভিক্ষু সোভযন্তো তপোবনং ।

নিরামিসং পীতিসুখং যস্মা সমাধি গচ্ছতি,

তস্মা সমনুযুঞ্জ্যেযা ধীরো নেসজ্জিকং বতন্তি ।

অর্থ : শয্যাসুখ ও তন্দ্রাসুখ পরিত্যাগ করিয়া আরন্ধবীর্য নৈষদ্যেভিরত ভিক্ষু তপোবন শোভিত করিয়া নিরামিষ প্রীতিসুখ লাভ করেন । তাই পণ্ডিত ব্যক্তি নৈষদ্যিক ব্রত পালন করিবেন ।

ধুতাদির কুশলত্রিক বশে ব্যাখ্যা :

কুসলন্তিকতো চেব ধুতাদীনং বিভাগতো

সমাস-ব্যাসতো চাপি বিঞ্ঞতকো বিনিচ্ছযোতি ।

এই গাথা বশে বর্ণনা হইতেছে,-

তত্র “কুসলন্তিকতোতি” সকল ধুতঙ্গ শৈক্ষ্য, পৃথকজন ও ক্ষীণাশ্রব (ধুতঙ্গ) গণের ভেদে কুশল ও অব্যাকৃত দুই ভাগে বিভক্ত । ধুতঙ্গে অকুশল নাই । যে বলে “পাপেচ্ছু ইচ্ছাপকৃত (ইচ্ছায় বশীভূত) আরণ্যক হইয়া থাকে”- এই বাক্য হইতে ধুতঙ্গ অকুশল তাহাকে বলা উচিত । অকুশল চিন্তে অরণ্যে বাস করে না । এই কথা আমরা বলি না । যাহার অরণ্যে নিবাস সে আরণ্যক । সে পাপেচ্ছু বা অল্লেচ্ছু হইতে পারে । সেই সেই সমাদান দ্বারা ক্লেশ ধুত (বিনষ্ট) হইয়াছে বলিয়া ধুত ভিক্ষুর অথবা ক্লেশ ধুনন বা বিনাশ করে বলিয়া ‘ধুত’ এই লব্ধ নামক জ্ঞান অঙ্গ ইহাদের এই হেতু ইহারা (ধুতঙ্গানি) অথবা এই সকল ধুত এবং প্রতিপক্ষ বিধুনন করে বলিয়া প্রতিপত্তির অঙ্গ । এই কারণে ধুতঙ্গ বলিয়া উক্ত । অকুশল দ্বারা কেহ ধুত হয় না । যাহারা এই সকল অঙ্গ হয়, কিন্তু অকুশল ধুনন করে না; যাহাদের তাহা অঙ্গ করিয়া ধুতঙ্গ বলিয়া বলা হয় অথচ অকুশল চীবর লোলুপ্যাদিও ধুনন করে না, প্রতিপত্তির অঙ্গ হয় না । তাই

ইহা সু-উক্ত অকুশল ধুতাজ্ঞ নাই। যাহাদের ও কুশলত্রিক
 বিনির্মুক্ত ধুতাজ্ঞ তাহাদের অর্থতঃ ধুতাজ্ঞ নাই। অসৎ
 (অবিদ্যমান) কিসের ধুনন দ্বারা ধুতাজ্ঞ হইবে? ধুতগুণসমূহ
 সমাদান করিয়া চলে এই বচন বিরোধ ও তাহাদের লইয়া
 থাকে। তাই তাহা গ্রহণ করা কর্তব্য নহে।

ধুতাদির বিভাগত :

(১) ধুত বেদিতব্য, (২) ধুতবাদী..... (৩) ধুতধর্মা
 (৪) ধুতাজ্ঞসমূহ (৫) কাহার ধুতাজ্ঞ সেবন সপ্রায়
 তত্র (১) ধুত অর্থাৎ ধুতক্লেশ পুদ্গল বা ক্লেশ ধুনন
 ধর্ম।

(২) ধুতবাদী : অত্র অস্তি ধুত, নয় ধুতবাদী; অস্তি নয় ধুত,
 ধুতবাদী; অস্তি নয় ধুত, না ধুতবাদী; অস্তিধুত এবং ধুতবাদী;
 তত্র যে ধুতাজ্ঞ দ্বারা নিজের ক্লেশ ধুনিয়াছে, পরকে ধুতাজ্ঞ
 পালনের জন্য অববাদও দেয় না, উপদেশও দেয় না,
 বন্ধুলথেরের ন্যায়। ইনি ধুত বটে কিন্তু ধুতবাদী নহেন। যথা
 বলা হইয়াছে- আয়ুস্মান বন্ধুলো ধুত, নয় ধুতবাদী। কিন্তু
 উপনন্দ স্থবিরের ন্যায় ধুতাজ্ঞ দ্বারা যে নিজের ক্লেশ ধুনে নাই,
 কেবল অন্যকে ধুতাজ্ঞ পালনের জন্য অববাদ দিয়া থাকে ও
 উপদেশ করিয়া থাকে; সে ধুত নহে, ধুতবাদী। যথা বলা
 হইয়াছে- আয়ুস্মান উপনন্দ শাক্যপুত্র ধুত নয়, কিন্তু ধুতবাদী।
 লালুদায়ীর ন্যায় যে উভয় বিপন্ন সে ধুতও নয়, ধুতবাদীও নহে।
 যথা বলা হইয়াছে- আয়ুস্মান লালুদায়ী ধুতও নয়, ধুতবাদীও
 নয়। ধর্মসেনাপতির ন্যায় যে উভয় সম্পন্ন সে ধুত এবং
 ধুতবাদী। যথা বলা হইয়াছে- আয়ুস্মান সারিপুত্র ধুত ও
 ধুতবাদী।

(৩) ধুতধর্মসমূহ : অল্লেখ্যতা, সম্ভ্রুতিতা, সল্লেখ্যতা, প্রতিবেকতা, ইদমস্তিতা। “ধুতাস্ত চতনার পারিবারিক এই পঞ্চধর্ম অল্লেখ্যকেই নিশ্চয় করিয়া” এই আদি বচনতঃ ধুতধর্ম নামে কথিত। তত্র অল্লেখ্যতা ও সম্ভ্রুতিতা অলোভে অনুপতিত হয়, ইদমস্তিতা জ্ঞান মাত্র। তত্র অলোভে প্রতিক্ষেপ বস্তু সকলে লোভ, অমোহে তাহাদেরই আদীনব প্রতিচ্ছাদক মোহ ধুনন করে। অলোভের দ্বারা অনুজ্ঞাত বস্তুসমূহের প্রতিসেবনমুখে প্রবর্তিত কামসুখানুযোগ, অমোহ দ্বারা ধুতাস্তসমূহে অতি সল্লেখ্যমুখে প্রবর্তিত আত্মকিলোমথানুযোগ ধুনে। সেই কারণে এই সকল ধর্ম ধুতধর্ম বলিয়া জ্ঞাতব্য।

(৪) ধুতাস্তসমূহ জ্ঞাতব্য : তেরটি ধুতাস্ত জ্ঞাতব্য। যথা- (১) পাংগুগুলিকাস্ত, (২) ত্রৈচীবরিকাস্ত, (৩) পিণ্ডপাতিকাস্ত (৪) সাপদানচারিকাস্ত, (৫) একাসনিকাস্ত, (৬) পাত্রপিণ্ডিকাস্ত, (৭) খলুশাং ভক্তিকাস্ত, (৮) আরণ্যিকাস্ত, (৯) বৃক্ষমূলিকাস্ত, (১০) অভ্যাবকাশিকাস্ত, (১১) শ্মশানিকাস্ত, (১২) যথাসংস্কৃতিকাস্ত ও (১৩) নৈষদ্যিকাস্ত। সেই সকলের অর্থ ও লক্ষণাদি উক্ত হইয়াছে।

(৫) কাহার ধুতাস্ত সেবন সপ্রায়? রাগ চরিত্র ও মোহ চরিত্রের। কেন? ধুতাস্ত সেবনা দুঃখ-প্রতিপদা এবং সল্লেখ্য বিহার। দুঃখ প্রতিপদ দরুণ রাগ উপশম প্রাপ্ত হয়। সল্লেখ্য দরুণ অপ্রমত্তের মোহ প্রহীন হয়। অথবা আরণ্যিকাস্ত, বৃক্ষমূলিকাস্ত প্রতিসেবনা অত্র ক্রোধ চরিত্রের সপ্রায়। তত্র ইহার উৎসাহপরাযণ হইয়া বিহার করিতে করিতে দ্বেষ (ক্রোধ) উপশম প্রাপ্ত হয়।

সমাস-ব্যাসত :

এই সকল ধুতাজ্জ সমাসতঃ তিন শীর্ষাজ্জ (প্রধানাজ্জ) বিশিষ্ট এবং পঞ্চঃ অসম্বিন্ধাজ্জ, মোট অষ্ট। তত্র সাপদানচারিকাজ্জ, একাসনিকাজ্জ, অভ্যাবকাশিকাজ্জ এই তিনটি শীর্ষাজ্জ। সাপদানচারিকাজ্জ রক্ষা করিলে পিণ্ডপাতিকাজ্জ ও রক্ষা করা হইবে। একাসনিকাজ্জ রক্ষা করিলে পাত্র পিণ্ডিকাজ্জ ও খলূচ্চাৎ ভক্তিকাজ্জও সুরক্ষিত হইবে। অভ্যাবকাশিকাজ্জ রক্ষাকারীর বৃক্ষমূলিকাজ্জ ও যথাসংস্কৃতিকাজ্জের, কি রক্ষিতব্য আছে? এই তিন শীর্ষাজ্জ। আরণ্যিকাজ্জ, পাংশুকুলিকাজ্জ, ত্রৈচীবরিকাজ্জ, নৈষদ্যিকাজ্জ এই অসম্বিন্ধ অজ্জ মোট আট অজ্জ। পুনঃ দুই চীবর প্রতिसংযুক্ত, পঞ্চঃপিণ্ডপাত প্রতिसংযুক্ত, পঞ্চঃ শয়নাসন প্রতिसংযুক্ত, এক বীর্য প্রতिसংযুক্ত এইরূপে চারিভাগে বিভক্ত। তত্র নৈষদ্যিকাজ্জ বীর্য প্রতिसংযুক্ত, অপরগুলি প্রাকটই (পরিস্কার)। পুনঃ নিশ্রয় বশে সকলগুলিই দুইভাগে বিভক্ত। প্রত্যয় সন্নিশ্রিত দ্বাদশ, বীর্য নিশ্রিত এক। সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বশেও দুই ভাগ হয়। যাহার ধুতাজ্জ সেবন করিলে কর্মস্থান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তাহার সেবন করা কর্তব্য। আর যাহার সেবনের দ্বারা কর্মস্থানের হানি হয় তাহার সেবন করা উচিত নহে। কিন্তু যাহার সেবন ও অসেবন দুই প্রকারেই বৃদ্ধি হয়, হানি হয় না, তাহার পশ্চাৎ জনতার প্রতি অনুকম্পা বশতঃ সেবন কর্তব্য। যাহার সেবন ও অসেবন উভয় প্রকারেই বর্দ্ধিত হয় না, তাহারও ভবিষ্যৎ বাসনার্থ সেবন কর্তব্য। এইরূপে সেবিতব্য ও অসেবিতব্য বশে দ্বিবিধ। সমস্তই চেতনা বশে এক প্রকার। সমাদান 'চেতনা একই ধুতাজ্জ। অট্টকথায়ও বলা হইয়াছে- যে চেতনা তাহাকেই “ধুতাজ্জ” বলে।

ব্যাসত :

ভিক্ষুদের তের, ভিক্ষুণীদের অষ্ট, শ্রামণগণের দ্বাদশ, শিক্ষামান শ্রামণেরীদের সপ্ত, উপাসক-উপাসিকাদের দুই, মোট বিয়াল্লিশ। যদি অভ্যাবকাশে আরণ্যিকাজ সম্পন্ন শাশান হয় এক ভিক্ষু এক প্রহারে (একেবারে) সমস্ত ধুতাজ পরিভোগ করিতে সক্ষম হয়।

ভিক্ষুণীদের আরণ্যিকাজ ও খলুচাৎভক্তিকাজ- এই দুই শিক্ষাপদ প্রতিক্ষিপ্ত (নিষিদ্ধ)। অভ্যাবকাশিকাজ, বৃক্ষমূলিকাজ ও শাশানিকাজ- এই তিনটি ভিক্ষুণীদের পালন দুষ্কর। দ্বিতীয়িকা ভিক্ষুণী (সহচারী) ব্যতীত বাস করা ভিক্ষুণীদের উচিত নয়। এইরূপ স্থানে সমানচ্ছন্দা (একমতা) দ্বিতীয়িকা দুর্লভা। যদি পাওয়া যায়, সংসৃষ্ট বিহার হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। এইরূপ হইলে যাহার জন্য ধুতাজ সেবন উচিত তাহার সে প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না। এইরূপ পরিভোগ করিতে অসমর্থ বলিয়া পঞ্চ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষুণীদের অষ্টই হয় বলিয়া জ্ঞাতব্য।

যথা উক্ত ধুতাজের মধ্যে ত্রৈচীবরিকাজ ব্যতীত শেষ ১২টা শ্রামণগণের। সপ্ত শিক্ষামান শ্রামণীদের জ্ঞাতব্য। উপাসক-উপাসিকাগণের একাসনিকাজ ও পাত্রপিণ্ডিকাজ এই দুইটি প্রতিরূপ এবং পরিভোগ করিতেও সমর্থ বলিয়া দুই ধুতাজ। এইরূপে ব্যাসতঃ দ্বিচত্বারিংশ প্রকার ধুতাজ।

পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিক পুদ্গল :

(১) অজ্ঞানতা ও মোহ বশতঃ পিণ্ডপাতিক হন;

(২) পিণ্ডপাতিক হইলে লজ্জাশীল, ধর্মপরায়ণ বলিয়া গুণধর্মের সম্ভাব্যতা প্রকাশ পাইবে। এইরূপ পাপেচ্ছাপরায়ণ ও লোভবশবর্তী হইয়া পিণ্ডপাতিক হন।

(৩) চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্ততা বশতঃ পিণ্ডপাতিক হন।

(৪) এই পিণ্ডপাত নীতি বুদ্ধ বা বুদ্ধের শ্রাবক কর্তৃক উপদিষ্ট, বর্ণিত ও প্রসংশিত বলিয়া পিণ্ডপাতিক হন।

(৫) অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং এমনকি ভিক্ষালব্ধ আহারে যথেষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া পিণ্ডপাতিক হন।

এক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে যিনি অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং ভিক্ষালব্ধ আহারে যথেষ্ট ভাবিয়া পিণ্ডপাতিক হন। তিনি উক্ত পঞ্চবিধ পিণ্ডপাতিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য, মুখ্যঃ উত্তম প্রবর। যেমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হইতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই ঘৃতমণ্ডই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র বলিয়া গণ্য। তদ্রূপ এই পঞ্চ পিণ্ডপাতিকই তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাও পঞ্চ পিণ্ডপাতিক।

ভিক্ষাবৃত্তির আকারে পরিভোগ্য পিণ্ড বা খাদ্য ভোজ্যের যেই পাত বা অন্বেষণ, তাহাই পিণ্ডপাত। অথবা পর প্রদত্ত খাদ্য ভোজ্য বা পিণ্ডের ভিক্ষাপাত্রে পতনই পিণ্ডপাত। যিনি উদ্দেশ্যকৃত আহার নিমন্ত্রণ দান প্রদত্ত আহারে জীবিকা নির্বাহ করিবেন না বলিয়া ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি পিণ্ডপাতিক নামে অভিহিত।

পঞ্চবিধ খলূপচাত্তজিক পুদ্গল :

(১) মোহ ও অজ্ঞানতা বশতঃ খলূপচাত্তজিক হন।

(২) খলূপচাত্তজিক হইলে লজ্জাশীল ধর্মপরায়ণ বলিয়া গুণ ধর্মের সম্ভাব্যতা প্রকাশ হইবে। এইরূপ পাপেচ্ছাপরায়ণ ও লোভ বশবর্তী হইয়া খলূপচাত্তজিক হন।

(৩) চিত্ত বিক্ষিপ্ত ও উন্মত্ততা বশতঃ খলূপচাৎভক্তিক হন।

(৪) এই খলূপচাৎ (ভক্তিক) নীতি বুদ্ধ বা বুদ্ধের শ্রাবক কর্তৃক উপদিষ্ট, বর্ণিত ও প্রসংশিত বলিয়া খলূপচাৎভক্তিক হন।

(৫) অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং এমন কি খলূপচাৎভক্তিক লব্ধ আহারে যথেষ্ট বলিয়া সন্তুষ্ট থাকা ইত্যাদি অবস্থাকে আশ্রয় করিয়া খলূপচাৎভক্তিক হন।

এক্ষেত্রে এই পঞ্চবিধ খলূপচাৎভক্তিকের যিনি অল্লেখ্য, সন্তুষ্টি, লঘুবৃত্তি এবং খলূপচাৎ লব্ধ আহারকে যথেষ্ট ভাবিয়া খলূপচাৎভক্তিক হন। তিনি উক্ত পঞ্চবিধ খলূপচাৎভক্তিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্রগণ্য, মুখ্য, উত্তম, প্রবর। যেমন গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে দধি, দধি হইতে নবনীত, নবনীত হতে ঘৃত, ঘৃত হইতে ঘৃতমণ্ড প্রস্তুত হয়। এই ঘৃতমণ্ডই ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অগ্র বলিয়া গণ্য। তদ্রূপ এই পঞ্চম খলূপচাৎভক্তিকই তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারাও পঞ্চ খলূপচাৎভক্তিক।

যথারীতি আহার গ্রহণের পর নিশ্চয়োজন বলিয়া প্রত্যাখান করা সত্ত্বেও অনুরোধ বা লোভের বশবর্তী হইয়া যেই আহার পুনঃ গ্রহণ করা হয়, তাহাকে পচাৎ ভোজন বলা হয়। এই প্রত্যাখাত আহার পচাতে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া যিনি ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তিনি খলূপচাৎভক্তিক অর্থাৎ প্রত্যাখাত কোনরূপ আহার পুনঃ গ্রহণকারী নহেন-তিনি খলূপচাৎভক্তিক নামে অভিহিত।

দশ প্রকার লোক ধুতাজ্জ পালনের যোগ্য :

সেই দশ প্রকার কি কি?

(১) যিনি শ্রদ্ধাবান, (২) পাপধর্মে লজ্জাশীল, (৩) ধৈর্যবান, (৪) অবদ্বন্দ্ব (ধূর্তহীন), (৫) আত্মসংযমী, (৬) নির্লোভ, (৭)

শিক্ষাকামী, (৮) দৃঢ়সংকল্পবান, (৯) কলহপরায়ণ নহেন এবং (১০) যিনি মৈত্রী ভাবনায় রত থাকেন। এই দশ প্রকার লোক ধুতাজ পালনের যোগ্যপাত্র।

ধুতাজ পালনের সুখ ও পুণ্য :

মানুষের সঙ্গে মিলিত না হওয়া, জ্বীলোকের সঙ্গে মিলিত না হওয়া, অমনুষ্যের সঙ্গে মিলিত না হওয়া, মারের সঙ্গে মিলিত না হওয়া, ভূত-প্রেত-পিশাচাদির সঙ্গে মিলিত না হওয়া। ইহাই ধুতাজের সুখ ও পুণ্য।

এই পর্যন্ত শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা মুখে দেশিত যে সকল অল্লেখ্যতা, সম্ভ্রষ্ট আদি গুণসমূহ দ্বারা শীলের পরিশুদ্ধি হয় তাহাদের সম্পাদনার্থ সমাদান কর্তব্য ধুতাজ কথা বর্ণিত হইল।

সাধনা নিরত যোগীর পক্ষে তুচ্ছ সংসারিক ভোগ ত্যাগ করা উচিত। সাংসারিক সুখ পরিত্যাগ করিয়া তিনি বিপুল শ্রামণ্যফল সুখ লাভ করেন। যাহা লাভ হয় তাহাতেই যোগী সম্ভ্রষ্ট থাকা উচিত। যথালভে সম্ভ্রষ্ট যোগীর শীলের পরিহানি হয় না, যোগীর সমাধির পরিহানি হয় না, প্রজ্ঞার পরিহানি হয় না, বিমুক্তির পরিহানি হয় না, বিমুক্তিজ্ঞানদর্শনের পরিহানি হয় না। ভগবান বুদ্ধ বলিয়াছেন- “জাহ্নত হও, প্রমত্ত হইও না, সংযম রক্ষা কর যাহারা ভোজনে সংযম রক্ষা করিবেন তাহারা চারি আর্য়সত্যের জ্ঞান লাভ করেন, চারি শ্রামণ্যফল সাক্ষাৎ করেন, চারি প্রতিসম্ভিদা, অষ্টসমাপত্তি, ষড়বিধ অভিজ্ঞা বশীভূত করেন এবং সমস্ত শ্রামণ্যধর্ম পরিপূর্ণ করেন।”

এই নির্বাণ যাইতে হইলে কোন দিকে বাড়াবাড়ি চলিবে না। ঠিক মধ্যমপতিপদ অবলম্বন করিতে হইবে; যথা- কামসুখ ও আত্মপীড়ন এই দুই অন্ত অনুশীলন করিয়া আর্য় অষ্টাঙ্গিক পথে

চলিতে হইবে, স্মৃতি ও বিদর্শনে সর্বদা স্থির থাকিতে হইবে। কঠোর ব্রত অবলম্বনে অর্থাৎ উপবাসজনিত শরীরে নানারূপ কষ্ট দেয়া, তাহাও অন্যায়।

সুকর্ম সাধনে সদ্ধর্ম আচরণে, সৎশিল্প অনুষ্ঠানে, প্রত্যেক বিষয়ে সংযম অবলম্বনে- এই চারিটি কারণে (উপায়ে) প্রাণিদের গুণি লাভ হইয়া থাকে।

সাধনানিরত যোগী নিজের দেহে মননশীলতা অভ্যাস করিবেন। এই দেহ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মা হিসাবে, মুক্তির বিঘ্নকারক, উপদ্রব, মহাভয়, উপসর্গ, চঞ্চল, ভঙ্গুর, রোগ, গণ্ড, শল্য, কষ্ট, পীড়াজনক, পর হিসাবে, নাশশীল, অত্রাণ, নিরাশ্রয়, অশরণ, রিক্ত, তুচ্ছ, শূন্য, দোষ হিসেবে, পরিণাম স্বভাব বশে, অসার হিসেবে, দুঃখ বিপত্তির মূল হিসাবে, বধক হিসাবে, বিভব হিসাবে, আস্রবযুক্তভাবে, সংস্কৃত হিসাবে, মারের ভক্ষ্য হিসাবে, জন্ম স্বভাব, জরা স্বভাব, ব্যাধি স্বভাব ও মরণ স্বভাব বশে, শোকপ্রদ হিসাবে, পরিদেব স্বভাব বশে, অধিক ক্লান্তি স্বভাব বশে, এবং কলুষ স্বভাব বশে এইরূপে মননশীলতার অনুশীলন করা উচিত।

“তীরন্দাজ যথারীতি সকাল বিকাল অভ্যাস করেন, অভ্যাস না ছাড়িলেই ভাতা ও বেতন লাভ করেন। সেইরূপে বুদ্ধপুত্র এই দেহে করেন অনুশীলন, ধ্যানানুশীলনে নিবিষ্ট থাকিতে অর্হত্ব অধিগত হন।”

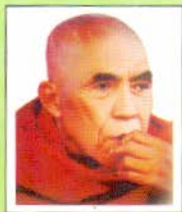
অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা হিসাবে অভ্যাস করিবেন। চিত্তকে দুর্বল করে, এমন পঁচিশ প্রকার বিষয় আছে, যাহাদের প্রভাবে দুর্বল চিত্ত অভ্যাসসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত, উত্তমরূপে সমাহিত হইতে পারে না। সেই পঁচিশ প্রকার বিষয় কি?

(১) ক্রোধ, (২) উত্তেজনা, (৩) গুণগানকারী, (৪) অন্তর্দাহ, (৫) ঈর্ষা, (৬) মাৎস্য, (৭) মায়া, (৮) শঠতা, (৯) একগোয়েমিভাব, (১০) কলহপ্রিয়তা, (১১) মান-অহংকার, (১২) মদ, (১৩) প্রমাদ, (১৪) মানসিক জড়তা, (১৫) তন্দ্রা, (১৬) আলস্য, (১৭) কুসংসর্গ, (১৮) রূপ, (১৯) শব্দ, (২০) গন্ধ, (২১) রস, (২২) স্পর্শ, (২৩) ক্ষুধা, (২৪) পিপাসা এবং (২৫) অসন্তোষ।

চিন্তকে দুর্বল করিবার এই পঁচিশ প্রকার বিষয় আছে; যাহাদের প্রভাবে দুর্বল চিন্তে আস্রবসমূহের ক্ষয়ের নিমিত্ত উত্তমরূপে সমাহিত হইতে পারে না।

[সাধু-সাধু-সাধু]

লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



“বনভন্তে” বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম তথা বাংলাদেশের আপামর বৌদ্ধ জনসাধারণের মুখে মুখে উচ্চারিত একটি অতি পবিত্র নাম। উনার গৃহী নাম রথীন্দ্রলাল চাকমা। ১৯২০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র রাঙামাটি শহরের ৬ মাইল দূরে কর্ণফুলী নদীর ভাটিতে অবস্থিত মগবান মৌজার মোরঘোনা

নামক গ্রামের এক মধ্যবিত্ত চাকমা কৃষক পরিবারে উনার জন্ম। পিতার নাম হারুমোহন চাকমা এবং মাতার নাম বীরপুতি চাকমা। বাল্যকাল থেকে পুস্তক পাঠে উনার প্রবল আগ্রহ। তিনি ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য, জীবনী সম্বন্ধীয় পুস্তক পাঠে অধিকাংশ সময় ব্যয় করতেন। বই পুস্তকাদি পাঠের মধ্য দিয়ে তিনি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য অনেক প্রেরণা লাভ করেছেন। অন্যান্যদের তুলনায় তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। ভোগ লালসার প্রতি ছিলেন উদাসীন। তিনি ১৯৪৯ ইংরেজি ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। দীক্ষাগুরু ছিলেন চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারের তৎকালীন বিহার অধ্যক্ষ প্রয়াত শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাস্থাবির। তথায় জ্ঞান লাভের যথেষ্ট অন্তরায় পরিলক্ষিত হওয়ায় কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী ধনপাতা নামক স্থানে লোকালয়ের বাহিরে এক নির্জন অরণ্যে প্রবেশ করতঃ ১২ বৎসর পর্যন্ত অবস্থান করেন। গুরুহীন অবস্থায় দুঃখমুক্তির উদ্দেশ্যে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। কাণ্ডাই বাঁধের দরুণ উক্ত এলাকা জলমগ্ন হওয়ার প্রাক্কালে উনাকে দীঘিনালায় ফাং করে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৬১ ইংরেজিতে তিনি উপসম্পদা প্রাপ্ত হন। তখন উনার নাম রাখা হয় সাধনানন্দ ভিক্ষু। যেহেতু তিনি বনে অবস্থান করেছিলেন, তাই লোকের নিকট “বনভন্তে” নামে তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি। ১৯৭০ ইংরেজির পরে তিনি লংগদুর তিনটিলা বন বিহারে আগমন করেন। রাঙামাটিস্থ চাকমা রাজ মাতা আরতী রায় সহ কতিপয় গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন উপাসক-উপাসিকা ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং ভবিষ্যৎ বুদ্ধশাসনের উন্নতি, শ্রীবৃদ্ধি পরিলক্ষ করে ১৯৭৪ ইংরেজিতে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে শিষ্যমন্ডলী সহ তিনটিলা বন বিহার হতে রাজবন বিহারে আগমন করেন। তদবধি স্থায়ীভাবে সশিষ্যে তিনি রাজবন বিহারে অবস্থান করেছেন। ১৯৮১ সনের ১৪ই ফেব্রুয়ারি শ্রদ্ধেয় বনভন্তেকে আনুষ্ঠানিকভাবে মহাস্থাবির পদে বরণ করা হয়।

বর্তমানে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন এলাকা হতে বহু পুণ্যাথী শ্রদ্ধেয় ভক্তের আশীর্বাদ প্রাপ্তির আশায় বন বিহারে আগমন করে থাকেন। তিনি অত্র গ্রন্থ “সুদৃষ্টি” এবং “সুস্ত নিপাত” দ্বয়ের প্রণেতা। উনার লিখিত ধর্মীয় পাণ্ডুলিপি আরও প্রকাশের অপেক্ষায় সবচেয়ে বড় কথা, এই মহাপুরুষের আবির্ভাব এবং চারি আর্বসত্য জ্ঞানে উনার সম্যক জীবন প্রতিষ্ঠা এই উপমহাদেশে সদ্ধর্মের পুনরুত্থানের মূল চালিকাশক্তিরূপেই প্রবর্তিত হচ্ছে। আমরা কৃতজ্ঞ চিন্তে এই মহামানবের সুস্থ-সুদীর্ঘ পরমায়ু কামনা করছি।